জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

এবার লুধিয়ানাতেও

মালদা থেকে লুধিয়ানায় কাজ করতে গিয়ে আটক বাংলার ছয় পরিযায়ী শ্রমিক। লুধিয়ানার সেন্ট্রাল জেলে বন্দি। উদ্বিগ্ন পরিবার। ধৃতদের মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। জুলাই মাসের শুরু থেকে ধৃতরা বন্দি

সরছে নিম্নচাপ

সরছে নিম্নচাপ, মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবও কমছে। ফলে দক্ষিণে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও ক্ষীণ। বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। উত্তরে ভারী বৃষ্টি চলবে। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে

ছাত্রীর মৃত্যুতে উত্তাল ওড়িশা বিধানসভার সামনে বিক্ষোভ

মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনে গ্রুপ ডি নিয়োগের ছাড়পত্র ১৫ বছর পর

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৫৪ ● ১৭ জুলাই, ২০২৫ ● ৩২ আষাঢ় ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 54 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 17 JULY, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বাংলাতেই কথা হবে, ক্ষমতা থাকলে পাঠাক ডিটেনশন ক্যাম্পে

বাংলা ও বাঙালির বিরুদ্ধে বিজেপির চরম বিদ্বেষ। কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল তৃণমূল কংগ্রেসের। নেতৃত্বে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

জনস্রোতে জননেত্রী

মণীশ কীর্তনিয়া

বাংলাকে অসম্মান করলে বাংলা ছেড়ে কথা বলবে না। বাঙালিদের উপর অত্যাচার হলে বাংলার পাশাপাশি সেখানে গিয়েও প্রতিবাদ হবে। বুধবার কলকাতার রাজপথ গর্জে উঠে সেই বার্তাই দিয়েছে। তৃণমূল সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডোরিনা ক্রসিংয়ের মঞ্চ থেকে বিজেপিকে নিশানায় হুঙ্কার ছেড়েছেন, সুস্থ বাঘের থেকে আহত বাঘ বেশি বিপজ্জনক। আপনারা বাংলাকে আহত করছেন। তার সুসংহত জবাব পাবেন। বাংলাকে আঘাত করলে আমরা প্রত্যাঘাতে তৈরি। মিছিল শেষে সোশ্যাল মিডিয়াতেও নেত্রী লিখেছেন, 'বাংলা ভাষার অপমান—বাংলার অপমান' তা স্মরণে রাখতে হবে বাংলা-বিরোধীদের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চিত যে, ২০২৬-

এর নির্বাচনও বাংলার মানুষ পরাস্ত করবে কৃষকবিরোধী, দলিতবিরোধী, নারীবিরোধী, ভাষাবিরোধী শক্তিকে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, বাংলা ভাষা এবং বাঙালির সম্মান রক্ষার লড়াইয়ে, মুষলধারে বৃষ্টি উপেক্ষা করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যাঁরা মহামিছিলে পা মেলালেন, তাঁদের সবাইকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সব শেষে তিনি লিখেছেন, আমার বিশ্বাস, দুর্বৃত্তসম বিজেপির দানবিক দলকে আগামী নির্বাচনে উৎখাত করবে বাংলার সাধারণ মানুষ।

ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখুন : বিজেপিকে কড়া জবাব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর চ্যালেঞ্জ, আমি বাংলা ভাষাতেই কথা বলব। ক্ষমতা থাকলে আগে আমাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখুন! আর দেখব আপনাদের কতগুলি ডিটেনশন ক্যাম্প রয়েছে। বিজেপি জেনে রাখো, খেলা হবে। মনে রাখবে, আগামী দিন ভয়ঙ্কর। তোমরা নিজেরা থাকবে কি না ক্ষমতায়, আগে সেটা বিচার করো। তারপরে বাঙালিকে মেরো। দিল্লিতে তো কারচুপি করে জিতেছ!

থামাতে জানি আমরাও : নেত্রী বলেন, সতর্কবার্তা দিয়ে গেলাম। মারবও না, কাটবও না, আপনাদের মতো আমরা কথা বলি না। পরিষ্কার বলছি, যদি না থামেন, তবে আগামী দিনে আপনাদের থামতে কী করা দরকার, সেটা (এরপর ১১ পাতায়)

ভিতরের পাতায়

- জল ছাড়বে, ত্রাণ দেবে না! মুখ্যমন্ত্রীর তোপে ডিভিসি
- বিজেপির দালাল নির্বাচন কমিশন, তোপ মুখ্যমন্ত্রীর
- অসুস্থ হলে চলবে না, ভাল থাকার টিপস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী
- মহাশূন্যে পৌঁছেও সিপিএমের লজ্জা নেই
- ২০২৬-এই কাজ টোটাল কমপ্লিট
- খাদ্যাভাসে হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ—'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ঋতুবেলা

গ্রীষ্ম বেলায় জীবন সকালে
বর্ষা বেলায় জীবন দুপুর,
শরৎ বেলায় জীবন বিকাল
হেমন্ত বেলায় জীবন সন্ধ্যা।
শীতের রাতে জীবন ফুর-ফুর
আর বসন্ত সূর্যে জীবন ভরপুর।

রাজ্যের বড় জয়

এসএসসির নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিকে মান্যতা কোর্টের

প্রতিবেদন : ২০১৬ সালের প্যানেলের চাকরিপ্রার্থীদের করা আবেদন খারিজ করে এসএসসির নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিকে বৈধতা দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাসের

ভিতরের পাতায়

- সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাজ্যকে জমি ফেরাবে হিন্দমোটর
- মাদ্রাসা নিয়োগে ছাড়পত্র
- পরিযায়ী মামলায় ভর্ৎসনা
- বিনীতের বিরুদ্ধে প্রমাণ নেই
- পরেশ-স্বপনদের ডাক নয়
- মালদার মৃত কিশোরের ময়নাতদন্ত

বেঞ্চ বুধবার জানিয়ে দেয়, ৩০ মে স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আদালত হস্তক্ষেপ করবে না। ফলে এসএসসির নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে আর কোনও আইনি বাধা থাকল না। ডিভিশন বেঞ্চের এই রায়কে রাজ্যের জন্য 'বড় জয়' হিসেবে উল্লেখ করেছেন আইনজীবী ও সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলায় আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী (এরপর ১১ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
17 July, 2025 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৬৮
ইরাকের ১৭ জুলাই বিপ্লব সংঘটিত হল

এদিন। সে ছিল এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থান। জেনারেল আহমেদ হাসান আল বকর-এর নেতৃত্ব দেন। এর ফলে আরব সোশ্যালিস্ট বাথ পার্টির ইরাকি আঞ্চলিক শাখা ক্ষমতায় আসে। এই অভ্যুত্থানের প্রধান দুই নেতা ছিলেন সাদ্দাম হোসেন ও সালাহ উমর আল আলি।

১৯৭৩
আফগানিস্তানের শেষ বাদশাহ

জহির শাহের পতনের মধ্য দিয়ে দেশটিতে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে পর্যন্ত চার দশক তিনি আফগানিস্তান শাসন করেছেন। এরপর ২৯ বছর তিনি ইতালিতে নির্বাসিত ছিলেন। নির্বাসন থেকে ফিরে আসার পর ২০০২ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে 'জাতির পিতা' উপাধি প্রদান করা হয়।

১৮৩১

মনমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট নাট্যকার এবং এবং মঞ্চাধ্যক্ষ। ডেভিড হেয়ারের ছাত্র এবং কবি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। ছাত্র থাকার সময়েই তিনি 'প্রভাকর' এবং 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। শুরুর দিকে যাত্রা, হাফ-আখড়াই, পাঁচালি, কীর্তন, বাউল নানা বিষয়ের সংগীত রচনা করতেন। পরে মনোমোহন বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়-এর পৃষ্ঠপোষক এবং নাট্যকার হিসাবে যুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি বেশ কিছু নাটক রচনা করেছিলেন। রামাভিষেক (প্রথম অভিনয় : ১৮৬৮), সতী (১৮৭৪), হরিশ্চন্দ্র (১৮৭৫) প্রভৃতি নাটকগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

১৯৯২ কাননদেবী (১৯১৬-১৯৯২) মারা যান। ভারতীয় চলচ্চিত্রে নায়িকাদের মধ্যে প্রথম গায়িকা এবং বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম তারকা হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৬৪-তে পদ্মশ্রী উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৬-এ তিনি দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পান।

১৯০৬ বিজন ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৭৮) এদিন অবিভক্ত ভারতের ফরিদপুরে জন্ম নেন। বিখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক রচনা, অভিনয় এবং নির্দেশনা সাফল্য লাভ করেছিল গণনাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। গণনাট্য সঙ্ঘের প্রথম নাটক 'আগুন' বিজন ভট্টাচার্যের রচনা। এই নাটকটি ১৯৪৩ সালে মঞ্চস্থ হয়েছিল। ১৯৪৪-এ তাঁর লেখা আর একটি নাটক 'জবানবন্দি' ও 'নবান্ন' অভিনীত হয়। এই নাটকগুলিতে তিনি ছিলেন মুখ্য অভিনেতা ও নির্দেশক।

১৯৩৬ স্পেনে গৃহযুদ্ধের শুরু। প্রজাতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীদের বিদ্রোহ ঘোষণার পরিণতি এই গৃহযুদ্ধ। ১৯৩৯ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। এর ফলে ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো ক্ষমতাসীন হন।

১৭৯০ অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) এদিন পরলোক গমন করেন। স্কটিশ অর্থনীতিবিদ। বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য ওয়েলথ অব নেশনস'। সঙ্গের ছবিটি জন কের আঁকা স্মিথের প্রতিকৃতি। অঙ্কনকাল ১৭৯০।

১৮৫৫ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে এদিন প্রতিষ্ঠিত হয় নর্মাল স্কুল। ওরিয়েন্টাল সেমিনারির পর এই স্কুলেই ভর্তি হন বালক রবীন্দ্রনাথ। স্কুলটা সেসময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কাছে শ্যামলাল মল্লিকের বাড়িতে বসত।

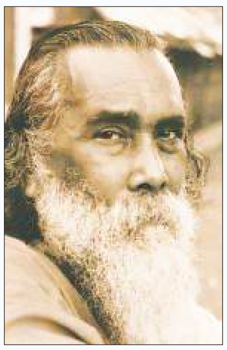

১৯৮৫
সুভো ঠাকুর (১৯১২-১৯৮৫) কলকাতায় প্রয়াত হন। পুরো নাম সুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিত্রশিল্পী, কবি, পত্রিকা সম্পাদক ও শিল্প সংগ্রাহক। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র ছিলেন। লিখেছিলেন, 'পয়েট টেগোর হন কে তোমার, জোড়াসাঁকোতেই থাক?/ বাবার খুড়ো যে হন শুনিয়াছি, মোর কেহ হয় নাকো।'

পার্টির কর্মসূচি

বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে দুর্গাপুরের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে দেওয়াল লিখছেন বিশ্বনাথ পাড়িয়াল-সহ তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাঙালিদের হেনস্থা ও বাংলা-বিদ্বেষী বিজেপির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ কর্মসূচি এবং শহিদস্মরণে ২১ জুলাইয়ে 'ধর্মতলা চলো'র প্রচারে বাইক মিছিল। জয়নগর ২ নম্বর ব্লক তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেল ও গড়দেয়ানি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখের উদ্যোগে কর্মসূচিতে অংশ নেন স্থানীয় নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৪৫

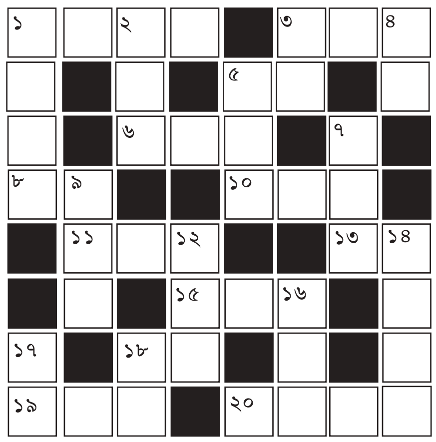

পাশাপাশি : ১. দোষ ৩. হাঁদা, মূর্খ ৫. কাল নয় ৬. বাঁকা ৮. বিনীত, নম্র ১০. ঝুলের মাপ ১১. ভঙ্গুর ১৩. পৃথিবী, ভুবন ১৫. অন্দরমহল ১৮. ঋণ, কর্জ ১৯. আহরণ করা ২০. ক্রোড়পত্র।

উপর-নিচ : ১. কুল, বংশ ২. পদ্ম ৩. অনেকে মিলে খাওয়াদাওয়া ৪. ব্রীড়া ৫. সময়, মুগ ৭. মাপ ৯. সূর্য, রবি ১২. পালকিবাহক হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ ১৪. যাতায়াত ১৬. সুন্দর, মনোহর ১৭. শুচিতা ১৮. এ থেকেই চাল।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৪৪ : পাশাপাশি : ২. পেষাই ৪. অটবি ৬. আখ্যা ৭. জনমজুর ৮. তনয়া ১০. মলাট ১২. উপাবর্তন ১৩. নিত্য ১৪. সাধক ১৬. দর্দুর। **উপর-নিচ :** ১. ঘট ২. পেখমতোলা ৩. ইয়ার ৪. অখ্যাত ৫. বিজয়া ৯. নকিবদার ১০. মনসা ১১. টনিক ১২. উদ্ভেদ ১৫. ধলা।

১৬ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৭৭৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৮২৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৩৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১১৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১২০০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৬.৭৩	৮৫.৬১
ইউরো	১০১.০৬	৯৯.৪০
পাউন্ড	১১৬.৫৮	১১৪.৭৭

নজরকাড়া ইনস্টা

■ মনামি ঘোষ

■ সৃজিত সঙ্গে সুস্মিতা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

বাংলা-বিদ্বেষী বিজেপি ■ রাজপথে প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী

বিজেপির দালাল নির্বাচন কমিশন তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর নামে নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত শুরু করেছে বিজেপি। বুধবার এই ইস্যুতেই বিজেপি-সহ নির্বাচন কমিশনকে একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশনকে বিজেপির দালাল বলে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্বাচন এলেই নাম বাদ দিয়ে দেবে! আর একটা নির্বাচন কমিশন রয়েছে। অসম্মান করতে চাই না আমি। কিন্তু যদি বিজেপি-র দালালি করে, তা হলে আমরাও ছাড়ব না। বিহারে লক্ষ লক্ষ ভোটারকে তালিকা থেকে বের করে দিয়েছে। এভাবেই মহারাষ্ট্র, দিল্লিতে জিতেছে বিজেপি। বিহারের পর বাংলাতেও সেই পরিকল্পনা চলছে। আমিও বলে দিচ্ছি, ইঞ্চিতে-ইঞ্চিতে লড়াই করব। বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না।

ঝাঁঝালো ভাষায় আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসমে ১২ লক্ষ বাঙালি বাদ দিয়েছেন। রাজবংশীরা হিন্দু না মুসলিম? এই বিজেপি-র দালাল, লজ্জা করে না! নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে ভোটার বাদ দিয়ে দিচ্ছে। বলছে ২০০২ সালের তালিকা দেখবে। কত লোক তো মারা গিয়েছেন! কত নতুন লোক এসেছেন, কত বাচ্চা জন্মেছে। কে কী পরবে, কে কী খাবে, কে কোথায় থাকবে, কে কোন ভাষায় কথা বলবে, তা ওরা ঠিক করবে! নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যানের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। বলেন, আগে বলেছিল, ইস বার ২০০ পার। এখন বলছে সব নাম বাদ দাও, ভোট দেবে শুধু বিজেপি! আমরা বলছি, বসে থাকো। ওই আশায় বসে থাকো। নির্বাচন কমিশনে তো বিজেপি ভর্তি। যিনি চেয়ারম্যান হয়েছেন, পদমর্যাদার নিরিখে সম্মান করি ওঁকে। কিন্তু উনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রধান সচিব ছিলেন। অমিত শাহের সচিব ছিলেন উনি। আমি জানি এটা। কোনও পক্ষপাতহীন লোক নেই ওখানে। নির্বাচনের আগে বুঝতে পেরেছে। এভাবেই বিজেপি-কে জিতিয়েছিল। নির্বাচনের সময় ১৮-২০ শতাংশ ভোট হঠাৎ বাড়িয়ে দিয়েছিল। বিজেপি কিন্তু জেতেনি। নতুন ভোটারদের পরামর্শ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন ভোটারদের বলব, অগাস্ট থেকে শুরু হবে। ভোটার তালিকায় নাম তুলবেন। চালাকিটা নজরে রাখবেন। বুক দিয়ে লড়াই করবেন। বাংলা আমাদের আছে, থাকবে। আগামী দিনে দিল্লি দখলও করব আমরা। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে। ২০২৬-এ বাংলা, তারপর দিল্লিতে যে নির্বাচন হবে, তাতে ইন্ডিয়া জিতবে। এদিকে, ভোটার লিস্টে কারচুপি নিয়েও উষ্মা প্রকাশ করেছেন তিনি। যেভাবে অন্য রাজ্যে বসে এই রাজ্যের ভোটার লিস্টের উপর ছুরি-কাঁচি চালাচ্ছে বিজেপি তাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, অন্য রাজ্যে বসে এ-রাজ্যের নাম কাটা হচ্ছে। অনলাইন নাম কেটে দিচ্ছে। আমাদের একটা ভোটার তো, সঙ্গে তিনটে গুজরাতির নাম, দুটো দিল্লিবাসীর নাম, তিনটে উত্তরপ্রদেশবাসীর নাম, চারটি রাজস্থানবাসীর নাম। এটা কী হচ্ছে? আমেদাবাদের লোক এখানকার ভোটার হবেন কেন?

জল ছাড়বে, ত্রাণ দেবে না! মুখ্যমন্ত্রীর তোপে ডিভিসি

প্রতিবেদন : একেই রাজ্য জুড়ে চলছে নিম্নচাপ এবং বর্ষার জেরে ভারী বৃষ্টি। এর মধ্যে ডিভিসি জল ছেড়ে ইচ্ছাকৃত বন্যা পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করছে। এবার এই নিয়েই ফের একবার সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী ডিভিসি-র একতরফা ভাবে জল ছাড়ার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন। এদিন প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনি জল ছেড়ে যাবেন, কিন্তু বন্যার ত্রাণ দেবেন না, একটাকাও দেবেন না। লজ্জা করে না? আবার ভোট চাইতে আসে, খালি মিথ্যা কথা বলে। সব সময় মিথ্যাচার করে। এভাবে বেশিদিন টিকবে না। তাঁর সাফ কথা, আমি বাংলায় কাজ করি ঠিক আছে কিন্তু আপনারা যদি বাংলাকে ডিস্টার্ব করেন তাহলে আমি পুরো হিন্দুস্তানে ঘুরব। জানা গিয়েছে, ডিভিসির জল ছাড়ার জন্য ইতিমধ্যেই বহু এলাকা, জমি, গ্রাম ও জনপদ জলমগ্ন হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় রাজ্য প্রশাসন তৎপরতা শুরু করেছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে এবং দ্রুত ব্যবস্থা নিতে জেলাভিত্তিক দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হেলায়

অসাধারণ, ব্যতিক্রমী এবং নজিরবিহীন দৃশ্যের সাক্ষী থাকল শহর কলকাতা এবং বাংলার জেলাগুলি। বাংলা, বাঙালি এবং বাংলাভাষার প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিদ্বেষমূলক মনোভাব। রাজ্যে রাজ্যে হয়রানি বাঙালিদের। কখনও বিএসএফের হাতে দিয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে। কখনও গ্রেফতার করা হচ্ছে। কখনও আটক করে রাখা হচ্ছে। আবার কখনও মারধর করা হচ্ছে। বিগত কয়েক মাস ধরে বিজেপি রাজ্যগুলিতে এই দৃশ্য সমানতালে চলছে। তার প্রতিবাদেই গর্জে উঠেছে বাংলা। শহর কলকাতা দখল করেছেন বাঙালিরা। নেতৃত্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবল বৃষ্টিপাতকে উপেক্ষা করেও যেভাবে কাতারে কাতারে মানুষ জনপ্লাবনে পা মিলিয়েছেন, তা এককথায় নজিরবিহীন। বিজেপির কাছে বার্তা, এটা অন্য কোনও রাজ্য নয়, এটা বাংলা। বাংলার উপর আঘাত এলে পাল্টা প্রত্যাঘাত হবে। বুঝিয়ে দেওয়া হবে, কোনও অন্যায়, চোখরাঙানি বরদাস্ত করা হবে না। জবাব দেবে বাংলা। মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ক্ষমতা থাকলে দেখুক বিজেপি। পারলে বাংলাভাষাকে রুদ্ধ করার চেষ্টা করুক। আসলে মানুষ বুঝেছেন। বাংলা এবং বাঙালিকে কিছুতেই কব্জা করতে পারছেন না বিজেপির তাবড় নেতারা। প্রধানমন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভোটের সময় ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করেও বাংলার মন স্পর্শ করতে পারেনি। এই হতাশা থেকে বিদ্বেষ। বাঙালি কিন্তু এমন বিদ্বেষ বারবার হেলায় উড়িয়ে দিয়েছে।

e-mail থেকে চিঠি

মিলেমিশে একাকার, কারা করে আপন পরের বিচার?

ভারতে বাংলাভাষী মানুষ সবচেয়ে বেশি পশ্চিমবঙ্গে। এছাড়া ত্রিপুরা এবং অসমের বরাক উপত্যকাসহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই তাঁরা আছেন বিপুল সংখ্যায়। বাঙালিরা ছড়িয়ে রয়েছেন দিল্লি, আন্দামান, ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র-তেলেঙ্গানা অঞ্চলেও। সারা পৃথিবীতে বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যা ২৮ কোটির বেশি (সপ্তম স্থান)। তাঁদের মধ্যে ৬০ শতাংশের বেশি বাংলাদেশে এবং ৩৫ শতাংশের মতো ভারতে বসবাস করেন। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে, সারা ভারতে বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ কোটি। সংখ্যাটি ইতিমধ্যে ১১ কোটি অতিক্রম করেছে বলেই অনুমান করা হয়। বাঙালিরা হল ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা গোষ্ঠী। একটি নগর কসমোপলিটন চরিত্র পেয়ে গেলে সেখানে রাজ্যের প্রধান ভাষার আধিপত্য হ্রাস পাওয়ার মধ্যে অসূয়ার অনুসন্ধান অনুচিত। কলকাতায় বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যা ৬০ শতাংশের কিছু বেশি। আবার মুম্বইয়ে মারাঠিভাষী মানুষের সংখ্যা নেমে এসেছে ৪০-৪২ শতাংশে। অন্য রাজ্য এবং ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ শুধু একটি মুখ নিয়ে দিকে দিকে মুভ করেননি, সঙ্গে একটি উর্বর মস্তিষ্ক এবং দুটি দক্ষ হাতও নিয়ে গিয়েছেন, এই সত্যটি মনে রাখতে হবে। তার ফলে এই 'বহিরাগত' (অত্যন্ত অন্যায় অন্যায্য ও মানবসভ্যতার পক্ষে বড়ই বেমানান অভিধা) লোকজন সামান্য কিছু গ্রহণ করার পাশাপাশি দিয়েছেন বা অবদান রেখেছেন অনেক বেশি। এই সত্যটি উপলব্ধি করতে না-পারার চেয়ে মারাত্মক কূপমণ্ডূকতা কিছু হয় না। এর জন্য সবচেয়ে বেশি মূল্য দিচ্ছেন বাঙালি বা বাংলাভাষীরা। এখন কাগজ-টিভি খুললেই সামনে আসছে অমুক রাজ্যে কিছু বাঙালি লোককে আটকে রাখা হয়েছে। তাঁদের থানায়-হাজতে রেখেও নির্যাতন করার অভিযোগ উঠছে। এমনকী ঘটেছে কাউকে কাউকে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করার মতো ভয়াবহ কাণ্ডও। কী তাঁদের অপরাধ? মুখের ভাষা, মাতৃভাষায় কথা বলেছেন তাঁরা! ঘৃণা, বিভাজন, বিচ্ছিন্নতার ব্যবসায়ীদের চোখে এমন লোকজন নাকি 'বাংলাদেশি' বা 'অনুপ্রবেশকারী'! এই অমানবিক কারবার যেসব জায়গায় ঘটেছে তার মধ্যে ওড়িশা, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, দিল্লির বিষয়গুলি সামনে এসেছে। নিজ দেশে পরবাসী করে দেওয়ার এই খেলায় সবচেয়ে বেড়ে খেলছে অসম। বাঙালি এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজপথে। সুতরাং, বাংলা-বিরোধীরা হুঁশিয়ার। —**সঞ্জয় চক্রবর্তী, বেহালা, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

অনেক তো দিন গেল বৃথাই সংশয়ে এসো এবার দ্বিধার বাধা পার হয়ে

"মারবও না, কাটবও না, আপনাদের মতো ভাষা বিকৃতও করব না। যে ভাষায় আপনারা কথা বলেন, সেই ভাষায় আমরা কথা বলি না। তাই পরিষ্কার বলি, যদি না থামেন, তবে আগামী দিনে আপনাদের থামতে কী করা দরকার, সেটা বুঝে নেবেন।" হুঁশিয়ার করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোথাও বাঙালিদের উপর অত্যাচার হলে বাংলার পাশাপাশি সেখানে গিয়েও প্রতিবাদ হবে, সে-কথাও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। বাংলা ও বাঙালির এই আওয়াজ কলমে তুললেন **পার্থসারথি গুহ**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাদম্বিনী' 'মরিয়া' প্রমাণ করেছিল 'সে মরে নাই'। অনুরূপভাবে, ডবল ইঞ্জিনশাসিত রাজ্যে-রাজ্যে বিজেপি প্রতিদিন বাঙালিদের মেরে ও তাড়িয়ে প্রমাণ করে চলেছে, তাদের বাংলা ও বাঙালি-বিদ্বেষ এতটুকু মরেনি।

রাজ্য বিজেপির নয়া সভাপতির সংবর্ধনা মঞ্চে যতই কালীঘাটের কালীর ছবি থাকুক, আর সেই সভাপতির বচন যতই রবীন্দ্র-জীবনানন্দে কিংবা সুনীল-শক্তিতে ভেজা হোক, বিজেপি আছে বিজেপিতেই।

৭ জুলাই, ২০২৫। ঝাড়সুগুড়া জেলায় ৪৪৪ জন বঙ্গভাষী পরিযায়ী শ্রমিককে আটক করল ওড়িশা পুলিশ। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, পূর্ব মেদিনীপুর, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে তাঁরা প্রতিবেশী রাজ্যে গিয়েছিলেন জীবন-জীবিকার তাগিদে। তাঁদের অপরাধ তাঁরা বাংলায় কথাবার্তা বলছিলেন। বিস্তর নথিপত্র দাখিল করে তাঁদের প্রমাণ করতে হয় বাংলায় কথা বলছেন বলেই তাঁরা বাংলাদেশি নন, ভারতীয় নাগরিক।

পরদিন, অর্থাৎ ৮ জুলাই দিল্লির বাঙালি অধ্যুষিত জয় হিন্দ কলোনির জল ও বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হল। অজুহাত হিসেবে দেখানো হল মে মাসের একটি রায়। বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগের প্রেক্ষিতে দিল্লির একটি দেওয়ানি আদালত কলোনিটিতে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করার পক্ষে রায় দেয়। আর সেই রায়কে ঢাল করে দিল্লির বিজেপি প্রশাসনের অমানবিক পদক্ষেপ। বিজেপি ভুলে গেল, এই বাঙালি-অধ্যুষিত জয় হিন্দ কলোনি গড়ে উঠেছিল লালকৃষ্ণ আদবানির সহায়তায়। এখন এই কলোনির বাসিন্দাদের অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁদের মাতৃভাষা ও ধর্মীয় পরিচয়। জয় হিন্দ কলোনির বাসিন্দারা বাংলা ভাষাভাষী এবং অধিকাংশই মুসলমান। সুতরাং, ন্যূনতম নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা মৌলিক অধিকার তাঁদের জন্য নয়।

১১ জুলাই, ২০০৫। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা ঘোষণা করে দিলেন, ২০১১-র জনগণনার সময় যাঁরা নিজেদের মাতৃভাষা বাংলা বলে জানিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকে বাংলাদেশি হিসেবে চিহ্নিত হবেন।

লক্ষণীয়, উল্লিখিত তিনটি রাজ্যেই ডবল ইঞ্জিন চালিত সরকার বর্তমান। এবং প্রতি ক্ষেত্রেই বিজেপি সরকার বঙ্গভাষীদের বিদেশি বলে দাগিয়ে দিতে অতি-তৎপর।

এ জিনিস নতুন কিছু নয়।

২০২০-র জানুয়ারি মাসের কথা। বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয় বর্গীয়ের বাড়িতে কাজ

করছিলেন কয়েকজন বাংলা ভাষা-ভাষী মিস্ত্রি। কৈলাস খাদ্যাভ্যাস দেখেই বুঝে যান, ওঁরা বাংলাদেশি। মিস্ত্রিরা চিঁড়ে খেত। চিঁড়ে খাওয়া আর বাংলায় কথাবার্তা বলা, এই মাপকাঠির ভিত্তিতে কৈলাস ধরে নেন ওঁরা বাংলাদেশি। বাঙালিকে এভাবে চেনাও নতুন নয়। বিজেপিশাসিত রাজ্যে একটা ফর্মুলা মেনে বাংলাদেশি শনাক্ত-প্রক্রিয়া চলছে। বাংলাভাষী হলেই বাংলাদেশি + বাংলাদেশি হলেই মুসলমান = বাঙালি মুসলমান মানেই বাংলাদেশি। অসমে বাঙালিবিদ্বেষ ঐতিহাসিক সত্যের পর্যায়ে পৌঁছেছে।

সেখানে উত্তমকুমার ব্রিজবাসী, আরতি ঘোষ, কেউই মুসলমান নন। বাংলাভাষী হিন্দু। তাই বাংলাদেশি। নিজেদের ভারতীয় প্রমাণ করার দায় তাঁদের। 'বঙ্গালি খেদা' সফল করার জন্য তাঁদের রাষ্ট্রহীন নাগরিকের তকমা দিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানোর 'কৃতিত্ব'টুকু অসম সরকারের। আসলে পুরাতন 'বঙ্গালি খেদা' কর্মসূচি কেন্দ্রের তরফে আইনি মদত পেয়ে ইদানীং বেপরোয়া। এনআরসি বাংলা-বিরোধী উনুনের আঁচে বাতাস দিয়েছে।

দেশভাগের সময় বহু বাঙালি উদ্বাস্তু যেমন পশ্চিমবঙ্গে ঠাঁই নিয়েছেন তেমনই অসমেও নিয়েছেন। এই অসহায় উদ্বাস্তু বাঙালিদের শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারী, এই দু'ভাগে ভাগ করে দেওয়ার খেলা খেলছে বিজেপি। 'বুড়া লুইতে'র বুকে ১৯৮৩-র সংগঠিত দাঙ্গায় হাজার হাজার বাঙালির রক্ত চুঁইয়ে পড়েছিল। আমরা ভুলিনি। যেমন ভুলিনি, নেল্লি গণহত্যার কথা। স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষে সংগঠিত সর্ববৃহৎ গণহত্যা ছিল সেটি। এখন সেই গণহত্যার দিনগুলোকেই বিজেপি ফিরিয়ে আনতে চাইছে এনআরসি-র আঁচল ধরে। তবে এবার ছকটা কিঞ্চিৎ আলাদা। সরাসরি রক্তপাত নয়। রক্তপাতহীন রাষ্ট্রহীনতার নিশ্চিতকরণ। জাতীয় নাগরিক পঞ্জির চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাঙালিকে বাদ দেওয়ার আয়োজন। সেই আয়োজনের ফল ইতিমধ্যেই প্রকটিত উত্তমকুমার ব্রিজবাসী, আরতি ঘোষদের ঘটনায়।

হেমন্ত বিশ্বশর্মা সাফ বলেছেন বিজেপি শাসিত রাজ্যসমূহে এসব কথা স্পষ্টভাবে সেখানকার সাংবিধানিক প্রশাসনিক প্রধানরা বলতে পারেননি। কিন্তু প্রকল্পটা একই।

প্রথমে বাংলাভাষীদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দাও। মুসলমানদের বেশি করে বাংলাদেশি তকমা দাও। আর ব্যাপারটায় বিশ্বাসযোগ্যতা আনার জন্য বাদ দিও না হিন্দুদেরও। তারপর তাদের সব্বাইকে 'রাষ্ট্রহীন' করে ছেড়ে দাও। কেড়ে নাও তাদের সম্ভ্রম, অধিকার এবং আশ্রয়। নিরাশ্রয়, অনাগরিক করে তোল তাদের। কারণ, এরাই বারবার ভোটে আমাদের বাংলা থেকে তাড়িয়েছে।

কারণ, এরাই বারবার ভোটে ফিরিয়ে আনছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

এই সমীকরণেই এবার ছিন্নমস্তা রাজনীতির কোপে বিজেপি। যে মতুয়া সম্প্রদায়ের পীঠস্থানে পা রেখেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সেই মতুয়াদের বিজেপিশাসিত মহারাষ্ট্র পুলিশি হেনস্থার মুখে পড়তে হচ্ছে। যদিও বাঙালির হাত ছাড়বে না বাংলার তৃণমূল কংগ্রেস। পুণেতে দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারের পাশে বাংলার মা-মাটি-মানুষ। হঠাৎ রাজ্যে-রাজ্যে বাঙালি বিদ্বেষ কেন? নবীন পট্টনায়কের আমলে তো ওড়িশায় এই সমস্যা ছিল না।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জমানায় দিল্লিতে জয় হিন্দ কলোনিতে প্রশাসনের এরকম দানবিক তৎপরতা দেখা যায়নি। এমনকী অসমে, যেখানে 'বঙ্গাল খেদা' কোনও নতুন স্লোগান নয়, সেখানেও হেমন্ত আসার আগে সাম্প্রতিক অতীতে বাঙালি এমন জীবন-মরণ বিতাড়নের সমস্যায় পড়েনি।

তবে এখন কেন?

এর উত্তর একটাই।

বিজেপি।

বিজেপির শাসন মানেই বাঙালি নির্যাতন।

বিজেপির শাসন মানেই বাঙালি বিতাড়ন।

বিজেপির শাসন মানেই বাংলাভাষীকে বাংলাদেশি তকমা দান। এই প্রতিবেশে হুমায়ুন আহমেদ-এর কথা ভীষণ মনে ধাক্কা দিচ্ছে। 'আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমাদের যখন গুছিয়ে কথা বলা দরকার তখন টেলিগ্রাফের ভাষায় কথা বলি। আর যখন সার সংক্ষেপ বলা দরকার তখন পাঁচশো পৃষ্ঠার উপন্যাস শুরু করি।'

আর কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট হয়ে বসে থাকলে আমাদের চলবে না।

'এখনও যদি ঘরে বসে নিজেকে বাঁচাই, যদি বাধা না-দিই, তত্ত্ব করি কী হল কার দোষে, যদি না আটকাই, আজ না-যদি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি' আমাদের সমস্ত বাঙালি অস্মিতা আজ থেকে আত্মহত্যাকারী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অসুস্থ হলে চলবে না ভাল থাকার টিপস দিলেন তৃণমূলনেত্রী

প্রতিবেদন : বুধবার রাজপথে নেমে এসেছিল জনসমুদ্র। বাঙালিদের ভিন রাজ্যে বাংলা বলার অপরাধে আটকে রাখার প্রতিবাদে মিলিত কণ্ঠে গর্জে উঠেছিল বাংলা। পথে নেমেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব। কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত এই মিছিলে তুমুল বৃষ্টির মধ্যেও হাঁটলেন তাঁরা। এত অনুরাগী ও ভক্তদের ভালবাসা দেখে আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই বৃষ্টিতে ভেজার পর যাতে কোনওভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর প্রাণপ্রিয় অনুরাগীরা অসুস্থ হয়ে না পড়েন সেই কারণে সুস্থ থাকার টিপস দিলেন তৃণমূল সভানেত্রী।

অভিভাবকের মতো পরামর্শ দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বৃষ্টিতে ভিজলে বাড়িতে গিয়ে গরম জলে স্নান করবেন আর একটা অ্যান্টি-অ্যালার্জিক ওষুধ খেয়ে নেবেন, সঙ্গে আদা দিয়ে চা। বৃষ্টিতে ভেজার পর নিজেও তাই করেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, রোদ, ঝড়, জল, বৃষ্টিতে এভাবেই ভেজেন তাঁরা। তাঁর কথায়, বৃষ্টিতে ভিজলে চিকিৎসকরাও পরামর্শ দেন বাড়ি গিয়ে গরম জলে স্নান করার। গরম কিছু খাওয়ার। নেত্রী জানান, সামনে একুশে জুলাইয়ের মেগা সমাবেশ আছে। তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সবাইকে সেই সমাবেশে আসার আমন্ত্রণ জানান মমতা। বলেন, সামনে বড় লড়াই আছে। সুতরাং ভিজে অসুস্থ হলে চলবে না।

খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয় : নেত্রী

প্রতিবেদন : স্বেচ্ছাচারিতা করতে করতে বিজেপি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে মানুষের জীবনযাত্রার উপরেও হস্তক্ষেপ করছে তারা! কে কোন ভাষায় কথা বলবে অথবা কে কী খাবে সে-সমস্ত বিষয়ে উপযাচক হয়ে নিজেদের জ্ঞান বিতরণ করে বেড়াচ্ছে। এবার তাদের এই অনৈতিক চর্চা নিয়ে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিঙাড়া ও জিলিপিকে ক্ষতিকর খাবার হিসেবে গণ্য করে তার ওপর বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ চাপিয়েছে বিজেপি। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কে কী খাবে আপনি ঠিক করবেন? যা ইচ্ছা বলে যাচ্ছে, যা ইচ্ছা করে যাচ্ছে। লজ্জা নেই। কে শিঙাড়া খাবে, সামোসা খাবে, জিলিপি খাবে, পোহা খাবে, হালুয়া খাবে, অমৃতি খাবে তা আপনি ঠিক করবেন? নাক গলানোর মাস্টার, ওস্তাদ হয়ে গেছে। বড় নেতার চেয়ে বেশি হয়ে গেছে ছোট নেতাগুলো। যা ইচ্ছা বলে যাচ্ছে, যা ইচ্ছা করে যাচ্ছে। আমার মনে হয়, শিঙাড়া এবং জিলিপি অন্যান্য রাজ্যেও জনপ্রিয়। মানুষের খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপ করা সঠিক কাজ নয়।

বাংলা-বাঙালি বিদ্বেষ ■ প্রতিবাদে পথে মুখ্যমন্ত্রী-অভিষেক

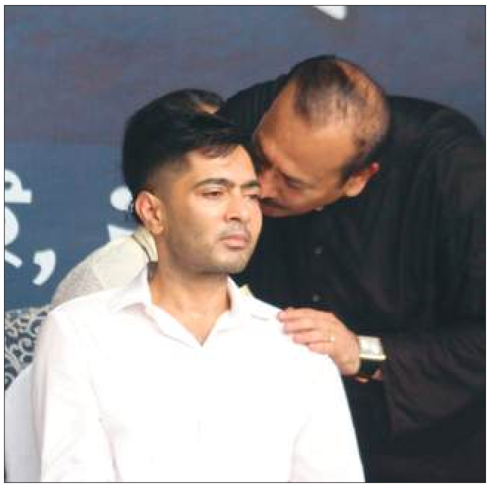

২০২৬-এই টোটাল কমপ্লিট

প্রতিবেদন : কলকাতায় জল জমে কম। একটি-দু'টি ওয়ার্ডে জল জমে। দ্রুততার সঙ্গে তা নেমেও যায়। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী এই মর্মে জানান, আগে একটু বৃষ্টি হলেই পুরো শহরে জল জমে যেত। এখন সেই সমস্যা নেই। এখন ৯৯ শতাংশ কভার করা হয়েছে। যেটুকু কাজ বাকি রয়েছে, ২০২৬ সালের মধ্যে টোটালটাই কমপ্লিট করে দেওয়া হবে। ফলে কলকাতায় জল জমার সমস্যা থাকবে না। দ্রুততার সঙ্গে কাজ চলছে। মানুষকে পরিষেবা দিতে দায়বদ্ধ মা-মাটি-মানুষের সরকার।

সব পথ এসে মিলে গেল... প্রতিবাদী নেত্রীর পাশে বাংলা

প্রতিবেদন : প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই কলকাতার রাজপথে প্রতিবাদের বিশাল মিছিল দেখল বাংলা-সহ গোটা দেশ। কলেজ স্ট্রিট থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত জনসমুদ্রে জনগর্জনে ভেসে বাংলা-বিদ্বেষের প্রতিবাদের ঝড় তুলে দিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে হাঁটলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বেলা ২টোর কিছু আগে মিছিল শুরু হলেও তার ঘণ্টাতিনেক আগে থেকে জমায়েত শুরু হয়েছিল কলেজ স্ট্রিটে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ছোট একটি মঞ্চ বাঁধা হয়েছিল। সেখান থেকেই মিছিল শুরুর আগে দলীয় নেতৃত্ব কর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। হাওড়া, দমদম, সল্টলেক এবং বাঙুর অঞ্চলের দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা এসেছিলেন। বুধবার ভোর থেকেই দফায় দফায় চলছে আষাঢ়-শেষের বৃষ্টি। সেই এক-আকাশ বৃষ্টি মাথায় নিয়েই কাকভেজা হয়ে প্রতিবাদ-মিছিলে নেতৃত্ব দিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, ইন্দ্রনীল সেন, শশী পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, উদয়ন গুহ, কুণাল ঘোষ, পুলক রায়, সুজিত বসু, সায়নী ঘোষ, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, জুঁই বিশ্বাস, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, অলোক দাস, শ্রেয়া পাণ্ডে, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, শান্তি কুণ্ডুরা আগেই পৌঁছেছিলেন। তাঁরাও পা মেলালেন নেত্রীর সঙ্গে। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বুকে প্রতিবাদের প্ল্যাকার্ড। মিছিলে আসা প্রায় সকলের গলাতেই ওই প্ল্যাকার্ড। এছাড়াও অসংখ্য পোস্টার-ব্যানার। সব ক'টিতেই বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদের স্লোগান। লেখা রয়েছে, 'ডবল ইঞ্জিন সরকার, বাংলা ভাষায় কথা বলা কি অপরাধ'! 'জবাব চাই জবাব দাও'। সল্টলেক থেকে এসেছেন চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত, মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। এছাড়াও ছিলেন কাউন্সিলর মিনু চক্রবর্তী, অনিতা মণ্ডলরা। মিছিল শুরুর আগেই রাস্তার দু'পাশে বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়েই সার দিয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে পড়েছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একঝলক দেখবেন বলে। কলেজ স্ট্রিট থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত এক ছবি। ওয়েলিংটনে পৌঁছে মিছিল লেলিন সরণি ধরল। সেই রাস্তা দিয়ে সোজা গিয়ে ধর্মতলার চারমাথার মোড়ে পৌঁছে বাঁদিক ঘুরে সোজা ডোরিনা ক্রসিং। সেখানে তখন থিক-থিক করছে হাজার হাজার মানুষ। ওই কাকভেজা অবস্থাতেই মাইক হাতে নিলেন নেত্রী। গর্জে উঠলেন সেই চেনা মেজাজে। বিজেপিকে দিলেন হুঁশিয়ারি। তখনও মিছিলের শেষটা রয়েছে ওয়েলিংটনে!

মহাশূন্যে পৌঁছেও সিপিএমের লজ্জা নেই, নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন: শূন্য থেকে মহাশূন্যে পৌঁছে গিয়েছে সিপিএম। তাও এই দলটার লজ্জা নেই। বুধবার ডোরিনা ক্রসিংয়ের প্রতিবাদ সভা থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একহাত নিলেন সিপিএমকেও। তিনি বলেন, বিধানসভায় সিপিএমের শূন্যস্থানে ধুলো জমে গেছে। সেই ধুলো আর পরিষ্কারও হবে না হয়তো কখনও। কিন্তু এখনও অলীক স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে ৩৪ বছর একনায়কতন্ত্র চালিয়ে আসা এই দল। ভাবছে বিজেপির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আবার নিজেদের হত্যালীলা শুরু করবে।

এদিন প্রতিবাদ মিছিল শেষে ডোরিনা ক্রসিং থেকে বাম-বিজেপিকে কড়া ভাষায় নিশানা করেন নেত্রী। তাঁর কথায়, শূন্য থেকে মহাশূন্যে পৌঁছেও লজ্জা নেই সিপিএমের। রাম-বাম জোট বেঁধেছে। ভোটার তালিকায় নাম বাদ দিয়ে স্বপ্ন দেখছে ক্ষমতায় আসার। বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আবার কেশপুর, গড়বেতা, ছোট আঙারিয়া-কাণ্ড ঘটাবে। কোচবিহারের নার্স বর্ণালী দত্তদের হত্যা করবে, কৃষক-শ্রমিকদের হত্যা করবে। জগাই-মাধাই-গদাই হয়েছে সব ভাই-ভাই। এদের চিহ্নিত করুন।

রাজ্য

17 July, 2025 • Thursday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তমলুকে প্রতিবাদ মিছিলে সুজিত রায়

বাংলা-বাঙালি বিদ্বেষ ■ শহর থেকে জেলা প্রতিবাদে উত্তাল বাংলা

■ আমি রাজস্থানের। বাংলায় সসম্মানে থাকি। প্রতিবাদের স্লোগান বুকে নিয়ে ধর্মতলায় হাঁটলেন দীনেশ বাজাজ।

■ বরানগরে প্রতিবাদ মিছিল। নেতৃত্বে সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলীয় নেতৃত্ব।

■ খড়দহে প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্বে স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ সবংয়ের মিছিলে মানসরঞ্জন ভুঁইয়া, গীতারানি ভুঁইয়া, আবু কালাম বক্স।

■ আসানসোলে মিছিলের নেতৃত্বে মন্ত্রী মলয় ঘটক।

■ জলপাইগুড়িতে মিছিলে বুলুচিক বরাইক, খগেশ্বর রায়, মহুয়া গোপ।

■ আলিপুরদুয়ারে পথে তৃণমূল। নেতৃত্বে সাংসদ প্রকাশচিক বরাইক।

■ দিনহাটায় মিছিলের নেতৃত্বে অভিজিৎ দে ভৌমিক।

■ কলকাতার মিছিলে পা মেলান পুলক রায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম চৌধুরি, ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী।

■ বীজপুরে বিধায়ক সুবোধ অধিকারীর নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল।

■ ঝাড়গ্রামে কালীপদ সরেন, দুলাল মুর্মু, ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত।

■ কেশপুরে অজিত মাইতি, শিউলি সাহা, বিধায়ক মমতা ভুঁইয়া।

■ শিলিগুড়িতে অরুণ ঘোষ, শংকর মালাকার, সুস্মিতা সেনগুপ্ত প্রমুখ।

■ মালদহে তাজমুল হোসেন, আবদুর রহিম বক্সি-সহ নেতৃত্ব।

■ উত্তর দিনাজপুরে মিছিলে কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

আমতার বাকসিহাটে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভায় বিধায়ক সুকান্ত পাল

বেহিসেবি জল ছাড়লে ক্ষতির দায় আপনাদেরই নিতে হবে

ই-মেইলে ডিভিসিকে পত্রবাণ নবান্নের

প্রতিবেদন : ডিভিসি না জানিয়ে বেহিসেবি জল ছাড়ছে। মুখ্যমন্ত্রী তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। নবান্নের তরফে একাধিকবার ডিভিসিকে সতর্ক করা হয়েছে। তারপরও ডিভিসি জল ছাড়া বাড়ানোয় এবার চরম পত্র দিল নবান্ন। ডিভিসিকে ফের একবার মেইল করে নবান্ন জানিয়ে দিল অসংযত জল ছাড়লে ক্ষতির দায় আপনাদেরই নিতে হবে। আপনাদের বেহিসেবে জল ছাড়ার ফলে বাংলার জেলাগুলি বারবার জলমগ্ন হচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে ঘরবাড়ি, চাষাবাদের। বারবার তা মানবে না রাজ্য।

বুধবার দিনভর পাঞ্চেত ড্যাম থেকে ৩৭ হাজার কিউসেক এবং মাইথন ড্যাম থেকে ১৮ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। অর্থাৎ দুই ড্যাম মিলিয়ে মোট ৫৫ হাজার কিউসেক জল রাজ্যের দিকে আসছে। এই অতিরিক্ত জল ছাড়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর সহ একাধিক জেলার নদী ও খালবিলের জলস্তর দ্রুত বাড়ছে। পাশাপাশি দামোদর অববাহিকার অন্যান্য এলাকাতেও নতুন করে পরিস্থিতি জটিল হওয়ার

আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই বৃষ্টিপাত ও ডিভিসি-র জল ছাড়ার জেরে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা প্লাবিত হয়েছিল। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে নবান্ন থেকে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের জেলাভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। এই অবস্থায় ডিভিসি ফের দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে জল ছাড়ছে। তা নিয়ে প্রশাসনও উদ্বিগ্ন। তারা চরম সতর্কবার্তা দিয়েছে ডিভিসিকে। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে ক্ষোভ জানিয়েছিলেন— রাজ্যের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই ডিভিসি জল ছাড়ছে। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য ১৫ বছর ধরে এই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছি, নীতি আয়োগের বৈঠকেও বলেছি, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। এর মধ্যেই সেচ দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার (ওয়েস্ট ডিভিশন) পরপর ই-মেইল করেছেন ডিভিসিকে। সেখানে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারগুলির যে জলধারণ ক্ষমতা রয়েছে, তাতে জল ধরে রাখা সম্ভব। তাহলে কেন লাগাতার জল ছাড়া হচ্ছে? মঙ্গলবার রাত ও বুধবার সকাল— এই দুই সময়েই নবান্নের নির্দেশে ডিভিসিকে পরপর ই-মেইল পাঠানো হয়েছে। সেখানে রাজ্য স্পষ্ট জানিয়েছে, ডিভিসির জলাধারগুলি থেকে জল ছাড়ার দরুন যে ক্ষতি হবে তার দায় নিতে হবে ডিভিসিকেই।

■ একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভায় বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বারুইপুর রাসমাঠের এই সভায় ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

অভব্য আচরণ করলেই বাতিল পরীক্ষা : সংসদ

প্রতিবেদন : চলতি বছর থেকেই সেমিস্টার নিয়মে একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষা হবে। এবার সেই তৃতীয় সেমিস্টারের আগেই পরীক্ষা পদ্ধতিতে বেশকিছু পরিবর্তন আনল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। পরীক্ষার্থীদের বসার ধরন থেকে ওএমআর শিট নিয়ে যাওয়া, সবেতেই করা হয়েছে পরিবর্তন।

সংসদের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরীক্ষার্থীদের বসাতে হবে ক্রিসক্রস বা 'এস' প্যাটার্নে। প্রশ্নপত্র হবে সর্বভারতীয় পরীক্ষার মতো। পাশাপাশি প্রত্যেক পড়ুয়ার জন্য হবে আলাদা প্রশ্ন। পরীক্ষা সম্পূর্ণ রূপে 'এমসিকিউ' ধরনের। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। তবে এই পরীক্ষা করবেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা, পুলিশ এতে হস্তক্ষেপ করবে না। ইলেকট্রনিক গেজেটের পাশাপাশি যদি কোনও পরীক্ষার্থী অভব্য আচরণ করে তবে সেই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, প্রথম দিন অ্যাডমিট কার্ড ভুলে গেলেও তার পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে না। তবে দ্বিতীয় দিন অবশ্যই অ্যাডমিট কার্ড আনতে হবে। সেপ্টেম্বরে যেহেতু তৃতীয় সেমিস্টার হবে তাই সেই সময় বেশ কিছু জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আগাম সতর্কতা নিতে বেশ কিছু নতুন নিয়মের কথা বলেছে সংসদ। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধে না হয় সেদিকটা নজর রাখবে প্রশাসন। কোনও পরীক্ষা কেন্দ্রে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলে শেষ মুহূর্তে সেই কেন্দ্র পাল্টানো হতে পারে। বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়ার ভয়ে ওএমআর শিট উত্তরপত্র পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে প্যাকেট করে ট্রেনে পাঠানো যাবে না। নিকটবর্তী ক্যাম্প অফিসে গাড়ি ভাড়া করে পাঠাতে হবে। ক্যাম্প অফিস থেকে কাউন্সিল ওই উত্তরপত্র সংগ্রহ করে নেবে।

আজ উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : আজ, বৃহস্পতিবার নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারের কাছে দুটি হাউজিং কমপ্লেক্স, একটি মাল্টি-লেভেল কার পার্কিং এবং একটি ওপেন এয়ার থিয়েটার-সহ চিলড্রেন পার্ক ও ক্যাফেটেরিয়ার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাউজিং কমপ্লেক্স দুটির নামকরণ করা হয়েছে 'নিজন্ন' ও 'সুজন্ন'। আবার বহুতল কার পার্কিং এরিয়ার নামকরণ করা হয়েছে 'সুসম্পন্ন'। একইসঙ্গে, ওপেন এয়ার থিয়েটার-সহ চিলড্রেন পার্ক ও ক্যাফেটেরিয়ার নাম রাখা হয়েছে 'তরন্য'।

শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : নেপালের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ইলা শর্মার (ভারতের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এস ওয়াই কুরেশির স্ত্রী) প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী ইলা শর্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন এবং সমবেদনা জানিয়েছেন এস ওয়াই কুরেশিকে।

■ চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভায় বক্তব্য রাখছেন মেয়র-মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বুধবার।

স্বৈরাচারী বিজেপির শাসনে এবার নিরাপদ নয় হিন্দুরাও

প্রতিবেদন : বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ঠেকানো আসলে অজুহাত। বিজেপির মূল উদ্দেশ্য, বাংলা ও বাংলার সংস্কৃতিকে দেশের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা। কারণ, জুমলাবাজ স্বৈরাচারী বিজেপির অপশাসনে বাংলাভাষী হিন্দুরাও সুরক্ষিত নন। হিন্দু মতুয়া হওয়া সত্ত্বেও ডবল ইঞ্জিন মহারাষ্ট্রে পুলিশের হাতে আটক ও অত্যাচারিত ৬ শ্রমিকই তার জ্বলন্ত উদাহরণ! স্বৈরাচারী বিজেপির বাংলাবিদ্বেষের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজপথে নেমেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুণেতে নির্মাণের কাজ করতে যাওয়া উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা মতুয়া সম্প্রদায়ের একই পরিবারের ৬ সদস্যকে সম্প্রতি আটক করেছে বিজেপির উর্দিধারী লেঠেলরা। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের সই-করা মতুয়া মহাসংঘের কার্ড থাকা সত্ত্বেও তাঁদের রেয়াত করেনি অত্যাচারী বিজেপি-পুলিশ। আসলে বকেয়া-বরাদ্দ আটকে ও লাগাতার বঞ্চনা চালিয়েও বাংলাকে বাগে আনতে পারেনি জুমলাবাজ কেন্দ্রের সরকার। তাই এবার গাত্রদাহ মেটাচ্ছে বাংলাভাষীদের উপর মানবিক নির্যাতন-নিপীড়ন ও বিতাড়নের মাধ্যমে। বাংলা ও বাঙালিদের প্রতি বিজেপি কতটা অমানবিক, তার প্রমাণ মেলে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার কথাতেও। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে অভিযানের নামে অসমে বেছে বেছে অত্যাচার চালানো হচ্ছে হিন্দু বাঙালিদের উপর। সে-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বশর্মা তো বাংলাভাষীদের গর্দান নেওয়ার নিদানও দিয়ে দিয়েছেন!

নিক্কো পার্কে অস্বাভাবিক মৃত্যু

প্রতিবেদন : নিক্কো পার্কে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! ওয়াটার রাইডে আচমকাই অসুস্থ বছর আঠারোর কলেজ ছাত্র। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না। নিক্কো পার্ক কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পার্কে ঘুরতে আসে উল্টোডাঙার রাহুল দাস। 'নায়াগ্রা' নামক ওয়াটার রাইডে স্নান করার সময়ে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই ছাত্র। প্রাথমিকভাবে চিকিৎসার পরও শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তড়িঘড়ি সল্টলেকের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানান চিকিৎসকরা। খবর পেয়ে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ প্রথমে হাসপাতালে পৌঁছয়। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। তারপর নিক্কো পার্কে যায় বিশাল পুলিশবাহিনী। কীভাবে ওই যুবকের মৃত্যু হল, তা জানতে রাহুলের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলছেন তদন্তকারীরা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, রাইড ভেঙে জলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে যুবকের।

উত্তরপাড়ায় একুশের ডাক তৃণাঙ্কুরের

■ উত্তরপাড়ায় একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভায় তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য।

সংবাদদাতা, হুগলি : একুশের শহিদ সমাবেশের বাকি আর কয়েকটা দিন। এর মধ্যেই বুধবার উত্তরপাড়া রাজা প্যারীমোহন কলেজে শ্রীরামপুর-আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের আয়োজনে একুশের প্রস্তুতিসভায় যোগ দিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ১৯৯৩ সালে ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে ১৩ জন তরতাজা সৈনিক মৃত্যুবরণ করেছেন। আর এবছর একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের আগে সেই ভোটার তালিকায় সংশোধন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তাঁর আরও বক্তব্য, দলের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। দলের সেই শিষ্টাচার আমাদের সবাইকে বজায় রাখতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেসে একজনই নেত্রী, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর একজনই সেনাপতি, তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে সবাই সংগঠিতভাবে যাবে এবং দলনেত্রী যে বার্তা দেবেন, তা আগামী ছাব্বিশের নির্বাচনকে মাথায় রেখে পৌঁছে দিতে হবে মানুষের দুয়ারে-দুয়ারে।

রাজ্য

17 July, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কাকদ্বীপে বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরার নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল বুধবার

বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে অপরাধে জড়িত থাকার প্রমাণ নেই : সিবিআই

আরজি কর মামলা

প্রতিবেদন : আরজি কর-কাণ্ডে, কলকাতা পুলিশের তৎকালীন কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধে জড়িয়ে থাকার প্রমাণ নেই। আরজি কর-কাণ্ডে শিয়ালদহ আদালতে ষষ্ঠ স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিয়ে জানাল সিবিআই। বুধবার নিম্ন আদালতে জমা দেওয়া ওই রিপোর্টে সিবিআই জানিয়েছে, ১০ জুন থেকে ১৬ জুলাইয়ের মধ্যে নতুন করে সাতজনের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। ৩২টি সিসিটিভি ফুটেজ পুনরায় খতিয়ে দেখা হয়েছে। তদন্ত এখনও বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের দিকেই এগোচ্ছে।

তবে, এদিন নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি আদালতের কাছে প্রশ্ন তোলেন, কলকাতা পুলিশের তদন্ত যেখানে শেষ হয়েছিল, সিবিআইও কি সেখানে আটকে আছে? নতুন কোনও তথ্যই কি উঠে আসেনি? যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত চার্জশিট দেওয়া গেল না কেন? একইসঙ্গে, তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল এবং সিবিআইয়ের সিনিয়র অফিসার সম্পত মীনার সহপাঠী হওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবীর এহেন অভিযোগ স্পষ্টভাবে নাকচ করে আদালতে সিবিআইয়ের বিশেষ সরকারি কৌঁসুলী জানিয়েছেন, সহপাঠী হওয়া কোনও অপরাধ নয়। বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সিবিআইয়ের দাবি, অভিযুক্ত সঞ্জয় রাইয়ের ডিএনএ নমুনা মিলেছে। বাইকের ট্রাফিক ফুটেজও খতিয়ে দেখা হয়েছে।

সিবিআই আরও দাবি করেছে, হাথরস-কাণ্ডে যেমন মন্ত্রীর বিরুদ্ধেও তদন্ত করা হয়েছে, এখানেও সেভাবেই তদন্তে কোনওরকম পক্ষপাত হচ্ছে না। তবে তথ্যপ্রমাণ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব নয়। তবে, নির্যাতিতার পরিবারের তরফে জানতে চাওয়া হয়, ঘটনার দিন রাতে হাসপাতালে যে চারজন চিকিৎসক ছিলেন, তাঁদের কেন এখনও সিবিআই হেফাজতে নেয়নি? শুধুমাত্র একটিমাত্র সিসিটিভি ফুটেজের উপর ভরসা করা হচ্ছে কেন?

এ পরিপ্রেক্ষিতে আদালত জানতে চায় তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে। এ-বিষয়ে সিবিআই জানিয়েছে এখনও পর্যন্ত ৩২টি ফুটেজ পরীক্ষা করা হয়েছে। সন্দেহভাজনদের লাই ডিটেকশন টেস্টও করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

বড় জয় : সুপ্রিম নির্দেশে হিন্দুস্তান মোটর্সকে দেওয়া ৩৯৫ একর জমি ফেরত পাচ্ছে রাজ্য

প্রতিবেদন : আরও একবার সত্যের জয় হল। আবারও সুপ্রিম কোর্টে বিরাট বড় আইনি জয় পেল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বুধবার দেশের শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বি ভি নাগারত্ন এবং বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চের তরফে দেওয়া রায়ে জানানো হয়েছে মোটর গাড়ি কারখানার সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেড সংস্থাকে যে ৩৯৫ একর জমি দেওয়া হয়েছিল সেই জমি ফেরত নিতে পারবে রাজ্য। বহুমূল্য এই জমি নেওয়ার পরেও বছরের পর বছর ধরে তা ফেলে রেখে কার্যত কোনও কাজেই লাগায়নি হিন্দুস্তান মোটর্স সংস্থা, এই অভিযোগে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনার পরে সংশ্লিষ্ট জমি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছিল রাজ্য সরকার। এই নির্দেশ না মেনে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মোটর গাড়ি নির্মাতা সংস্থা। গত মে মাসে কলকাতা হাইকোর্ট তাদের রায়ে জানিয়েছিল হিন্দুস্তান মোটরসকে রাজ্যের দেওয়া জমি ফেরত দিতে হবে, কারণ সংস্থা এই জমি কোনও কাজেই লাগায়নি।

এর পরে কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল হিন্দুস্তান মোটরস সংস্থা। বুধবার হিন্দুস্তান মোটরস বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার শীর্ষক এই মামলার শুনানিতেই দেশের শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতি বি ভি নাগারত্ন এবং বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চের তরফে রায় দেওয়া হয়েছে যে কোনওমতেই রাজ্যের দেওয়া জমি নিজেদের দখলে রাখতে পারবে না গাড়ি নির্মাতা সংস্থা। অবিলম্বে তাদের এই জমি রাজ্যকে ফেরত দিতেই হবে। শীর্ষ আদালতের আইনি লড়াইয়ে রাজ্য সরকারের তরফে সওয়াল করেন বর্ষীয়ান আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি, রাকেশ দ্বিবেদী এবং সাদান ফারাসাত। অন্যদিকে হিন্দুস্তান মোটর্স সংস্থার তরফে সওয়াল করেছিলেন অপর বর্ষীয়ান আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান।

পরিযায়ী শ্রমিক মামলায় তথ্য গোপন আবেদনকারীকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

প্রতিবেদন : বীরভূমের পাইকোর জেলার ছয় পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলা বলার অপরাধে বাংলাদেশে পাঠানো নিয়ে চলা মামলায় আবেদনকারীর আইনজীবী রঘুনাথ চক্রবর্তীকে ভর্ৎসনা করল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার, দিল্লি পুলিশ ও কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে হাইকোর্টে জানানো হয়, ওই ছয় পরিযায়ী শ্রমিককের সঙ্গে কথা বলার পরই তাঁদেরকে অবৈধ অভিবাসী হিসাবে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। এর আগে তাঁরা দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন সেই তথ্য না জানিয়েই কলকাতা হাইকোর্টে ফের হেবিয়াস কর্পাস মামলা দায়ের করা হয়েছে। এতেই ক্ষুব্ধ হয় ডিভিশন বেঞ্চ।

বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, কেন ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশে পাঠানো হল, তার বিস্তারিত রিপোর্ট লিখিত আকারে ৬ অগাস্টের মধ্যে জমা দিতে হবে কেন্দ্রকে। অন্যদিকে, দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ২৪ জুন দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশেই শ্রমিকদের বাংলাদেশে পাঠানো হয়।

এদিন রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আটক ব্যক্তিরা ৩০-৩৫ বছর ধরে ভারতে বসবাস করছেন, অনেকে এখানেই জন্মেছেন। শুধুমাত্র বাংলা বলার কারণে তাঁদের বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে, যা উদ্বেগজনক।

আপাতত রেহাই পরেশ-স্বপনের

প্রতিবেদন : হাইকোর্টে আপাতত রেহাই পেলেন বেলেঘাটার বিধায়ক পরেশ পাল, কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার ও কাউন্সিলর পাপিয়া ঘোষ। ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় বুধবার সিবিআইয়ের সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট অনুযায়ী তাঁদের নিম্ন আদালতে হাজিরার নির্দেশ পিছিয়ে দিল উচ্চ আদালত। এদিন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত সাফ নির্দেশ দেন, ১ অগাস্ট পর্যন্ত এই মামলায় শুনানি মুলতবি থাকবে। হাইকোর্ট পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিম্ন আদালত সিবিআইয়ের এই মামলা শুনবে না। এই মামলা প্রসঙ্গে তৃণমূলের সাফ বক্তব্য, পুরোটাই বিজেপির সাজানো মিথ্যা অভিযোগ ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিজেপিকে খুশি করতে সিবিআই ভোটের আগে এই চার্জশিট জমা দিয়েছে। বিধায়ক, মেয়র পারিষদ কিংবা কাউন্সিলর কেউই ঘটনাস্থল তো দূরের কথা, ঘটনার বিন্দুবিসর্গও আগে জানতেন না।

তৃণমূলে যোগ

সংবাদদাতা, গঙ্গাসাগর : ফের ভাঙন রাম-বামে। সাগর বিধানসভায় একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভায় বিজেপি-সিপিএম ছেড়ে শতাধিক কর্মী যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের। বুধবার গঙ্গাসাগরের সুমতিনগর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেন্দ্রগঞ্জ বাজারে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভার মঞ্চে তৃণমূলে যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার ও সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা।

ধৃত ‘চপার’

প্রতিবেদন : ভাঙড়ে তৃণমূল নেতা-খুনে গ্রেফতার আরও এক। তৃণমূল অঞ্চল সভাপতিকে খুনে এবার জাকিরউদ্দিন মোল্লা নামে এক পেশাদার ‘চপার’কে গ্রেফতার করলেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, চন্দনেশ্বরের বাসিন্দা এই জাকিরকেই খুনের জন্য মোটা টাকার বিনিময়ে ভাড়া করে মূল অভিযুক্ত মোফাজ্জেল মোল্লা। সব মিলিয়ে এই ঘটনায় ধৃত বেড়ে ৭।

থমকে তদন্ত

প্রতিবেদন : মঙ্গলবারও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গোপন জবানবন্দি দিতে আদালতে এলেন না জোকা আইআইএম ধর্ষণ-কাণ্ডের নির্যাতিতা। সোমবার আলিপুর আদালতে নির্যাতিতা তরুণীর গোপন জবানবন্দি দেওয়ার কথা থাকলেও তিনি আসেননি। এদিনও তাঁর আদালতে আসার আশা ছিল। কিন্তু আজও তাঁর দেখা মেলেনি।

১৫ বছরের অপেক্ষার অবসান

মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ ডি নিয়োগে ছাড়পত্র

প্রতিবেদন : দীর্ঘ ১৫ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগে অবশেষে সবুজ সংকেত দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি পার্থসারথি সেন বুধবার নির্দেশ দিয়েছেন, কমিশনকে ২১ দিনের মধ্যে পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে বাম আমলে ২৯২টি শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ২০১১ সালে পরীক্ষা হলেও পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কিছু চাকরিপ্রার্থী আদালতের দ্বারস্থ হন। আবার পরীক্ষা নেয় কমিশন। পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে একাধিক মামলা দায়ের হয় আদালতে। সেইসঙ্গে চলতে থাকে একের পর এক মামলা। মামলার জটে আটকে যায় ফলপ্রকাশ এবং নিয়োগ। চাকরিপ্রার্থীদের অনেকের ইতিমধ্যেই সরকারি চাকরির বয়সসীমা পার করে গিয়েছে। তবু আশায় বুক বেঁধে ছিলেন তাঁরা। আদালতের এই নির্দেশে অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন প্রার্থীরা।

মালদহে কিশোরের মৃত্যু, ফের ময়নাতদন্তের নির্দেশ কোর্টের

প্রতিবেদন : মালদার মানিকচকে বেসরকারি স্কুলের আবাসন থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র শ্রীকান্ত মণ্ডলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের মামলায় পরিবারের দাবি মেনে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চ। মৃত কিশোরের পরিবারের অভিযোগ ছিল, স্কুল কর্তৃপক্ষের নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে ওই কিশোরের। প্রথম ময়নাতদন্তের রিপোর্টে সন্তুষ্ট না হওয়ায় হাইকোর্টে ফের ময়নাতদন্তের আবেদন জানায় পরিবার। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ কল্যাণী এইমসে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের অনুমতি দেন। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, পরিবারের খরচে আজ, বৃহস্পতিবার দুপুরের মধ্যে দেহ কল্যাণীতে পৌঁছতে হবে। তদন্তকারী অফিসার বা পরিবারের কেউ ময়নাতদন্তের সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন না, তবে ভিডিওগ্রাফি বাধ্যতামূলক। আগের ময়নাতদন্তের রিপোর্টের সঙ্গে ফারাক থাকলে তা জানাতে হবে তদন্তকারী অফিসারকে। তদন্ত হস্তান্তরের বিষয়ে পরে আবেদন করতে পারবে পরিবার।

ধর্ষণে গ্রেফতার ছেলে, ট্রেনের তলায় মরণঝাঁপ বাবা-মায়ের

প্রতিবেদন : ধর্ষণের অভিযোগে ছেলেকে গ্রেফতার করেছে মানিকতলা থানা। এই ঘটনা মানতে পারেননি অভিযুক্তের বাবা-মা। এই কলঙ্ক মাথায় নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চাননি তাঁরা। ভাবার পরই কাজ। চলন্ত ট্রেনের তলায় ঝাঁপ দিলেন জগন্নাথ দাস (৪৯)। সঙ্গী স্ত্রী মণিকা দাস (৪৬)। মঙ্গলবার রাতে বনগাঁ শাখায় বিরাটি ও দুর্গানগর স্টেশনের মধ্যে এই ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। বারাসত রেল পুলিশ জানিয়েছে, ছেলেকে গ্রেফতার করার পরই বাবা-মা এই চরম সিদ্ধান্ত নেন। অভিযুক্ত যুবক জয়ন্ত দাস নিরাপত্তা এজেন্সির কর্মী। তার সঙ্গে পরিচয় ছিল এক যুবতীর। পরে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সেই যুবতী এখন অন্তঃসত্ত্বা। তাঁর অভিযোগ, জয়ন্ত তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করার পর এখন বিয়ে করতে নারাজ। মানিকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মানিকতলা থানা জয়ন্তকে গ্রেফতার করে। সম্মানহানি মানতে পারেননি জয়ন্তর বাবা-মা।

বৈঠকে খুশি পরিচালকরা

প্রতিবেদন : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বুধবার রাজ্যের তথ্য-সংস্কৃতি সচিব শান্তনু বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রসদনে বৈঠকে বসেন টলিপাড়ার পরিচালকদের একাংশ। প্রায় ঘণ্টাদুয়েকের বৈঠকের পর বাইরে বেরিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন পরিচালকরা। তাঁরা জানান, বৈঠক অত্যন্ত ইতিবাচক। তথ্য-সংস্কৃতি সচিবকে আমাদের সমস্যার কথা জানাতে পেরে খুশি। সূত্রে খবর, বৈঠকের নির্যাস তথ্য-সংস্কৃতি সচিব হাইকোর্টে রিপোর্ট আকারে জমা দেবেন। এদিনের বৈঠকে ছিলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যা য়, সুদেষ্ণা রায়-সহ ১১ জন পরিচালক।

মাদকবিরোধী অভিযানে ফের সাফল্য পেল মেটেলি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে মালবাজার শহর সংলগ্ন সোনগাছি মোড় এলাকায় হেরোইন-সহ এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ

লুধিয়ানায় আটক চাঁচলের ৬ শ্রমিক, পরিবারের পাশে প্রশাসন

সংবাদদাতা, মালদহ : পাঞ্জাবে আক্রান্ত মালদহের চাঁচলের ৬ বাংলাভাষী শ্রমিক। বন্দি করে রাখা হয়েছে লুধিয়ানা সেন্ট্রাল জেলে। পশুহত্যার মামলা দেখিয়ে তাঁদের আটকে রাখা হয়েছে বলে পরিবারের অভিযোগ। শুধু তাই নয়, পুলিশি হেফাজতে তাঁদের উপরে দৈহিক ও মানসিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে। এই খবর পাওয়ামাত্রই অসহায় পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়েছে প্রশাসন। বুধবার গ্রামে পৌঁছন মালদহ জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রফিকুল হোসেন। তিনি জানান, বিষয়টি রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ কমিটির চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলামকে জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকার ও জেলা প্রশাসন শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা শুরু করেছে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। শ্রমিক পরিবারগুলোর বক্তব্য, বাড়ির একমাত্র উপার্জনকারী জেলে থাকায় পরিবার চরম আর্থিক সংকটে পড়েছে। অভাব-অনটনে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। তাঁরা সরকারের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। এদিকে, স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, বাংলাভাষী হওয়াতেই এই শ্রমিকদের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণ করা হয়েছে। এই ঘটনায় নতুন করে প্রশ্ন উঠছে, ভিনরাজ্যে শ্রমিকদের নিরাপত্তা কোথায়? প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে কত দ্রুত তাঁরা বাড়ি ফেরেন তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে বেলপুকুরের অসহায় পরিবারগুলো। প্রসঙ্গত, লুধিয়ানায় গ্রেফতার হওয়া শ্রমিকরা হলেন জাকির হোসেন, রাইহান আলম, কুরবান আলি, আজম আলি, মিনজার আলি ও মুক্তার আলম। স্থানীয়দের দাবি, তাঁরা মাত্র তিন সপ্তাহ আগে লুধিয়ানার একটি হোটেলে মাংস কাটার কাজের জন্য যান। সেখানেই স্থানীয় জনতার হাতে গণপ্রহারের শিকার হন তাঁরা। পরে পুলিশ এসে তাঁদের গ্রেফতার করে বলে অভিযোগ। পরিবারের সদস্যদের দাবি, জেলে থাকা অবস্থায় তাঁদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। এমনকী আইনজীবী নিয়োগ করেও কোনও কার্যকরী সহায়তা মেলেনি। পুলিশের নিযুক্ত আইনজীবী মাথাপিছু ১০ হাজার টাকা করে নিলেও তাঁদের পক্ষে সেভাবে আইনি লড়াই করেননি বলেই অভিযোগ উঠেছে।

■ অসহায় পরিবারগুলির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন প্রশাসনের প্রতিনিধি।

৫৫০ কোটি ব্যয়ে জলপ্রকল্পের কাজ

■ বৈঠকে গৌতম দেব, রঞ্জন সরকার-সহ আধিকারিকরা।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় প্রায় ৫৫০ কোটি টাকা পানীয় জলপ্রকল্পে কাজ করছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। বেশ কিছুদিন ধরে জঙ্গল দিয়ে পাইপলাইন পাতার কাজ নিয়ে অনুমতি মিলতে বেগ পেতে হয়েছিল পুরনিগমকে। এবার সেই পাইপলাইন বা তার অনুমতিতে মিলল ছাড়পত্র। ইতিমধ্যেই পাইপলাইন বসানোর কাজ যে সমস্ত জায়গায় বাকি ছিল সেই সমস্ত এলাকায় গাছ সরিয়ে কাজ শুরু করেছে বন দফতর। ৯ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গাছ সরিয়ে শুরু হবে পাইপলাইন বসানোর কাজ, পাশাপাশি মেয়র গৌতম দেব জানান, যেসমস্ত এলাকায় জঙ্গলজুড়ে জলের লাইন বসানো হচ্ছে সেই সমস্ত এলাকায় বন্যপ্রাণদের জন্য জলাধার তৈরি করা হবে। বুধবার সেই সমস্ত এলাকা পরিদর্শনের পাশাপাশি কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে পুর আধিকারিক এবং বন আধিকারিকদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক সারেন মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র।

৫ মাসেই সাজা ঘোষণা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : তদন্ত এগিয়েছে দ্রুত গতিতে। মাত্র ৫ মাসে তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করে, জলপাইগুড়ির বিশেষ পকসো আদালত সাজা শোনাল। অভিযুক্তকে ২৫ বছরের কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করল আদালত। ঘটনার সূত্রপাত ২০২৫ সালের ২১ জানুয়ারি। কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত নামাজি পাড়ার বাসিন্দা গোলাম মাসুদ মোহাম্মদ এক ১২ বছর বয়সি অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে স্কুলে যাওয়ার পথে ফুঁসলে তিস্তা উদ্যানে নিয়ে গিয়ে অজ্ঞান করে নির্যাতন চালায়। পুলিশ একমাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করে চার্জশিট জমা দেয় আদালতে। ১০ জনের সাক্ষ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে ওই টোটোচালককে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত। ২৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হল। পাশাপাশি একলক্ষ টাকা জরিমানাও করা হয়। জরিমানা অনাদায়ে আরও দু'মাস কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিচারক নাবালিকার পরিবারকে পাঁচলক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের জন্য লিগাল সার্ভিস অথরিটিকে নির্দেশ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, তৃণমূল সরকার নারী ও শিশুর সুরক্ষায় সর্বদা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। এই দ্রুত বিচারে তা প্রমাণিত হল।

কুরুক ভাষা শিক্ষায় রাজ্যের উদ্যোগ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : আদিবাসী সংস্কৃতি ও ভাষার উন্নয়নে আরও এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিল রাজ্যের তৃণমূল সরকার। রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায়

■ কর্মশালায় বক্তা বুলুচিক বরাইক।

মালবাজারে অনুষ্ঠিত হল কুরুক ভাষা শিক্ষার ১৫ দিনের কর্মশালার উদ্বোধন। তোলাঙসিকি লিপিতে এই ভাষার শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। বুধবার মালবাজার বিডিও অফিস চত্বরে অবস্থিত আদিবাসী উন্নয়ন ও সংস্কৃতি হলে এই কর্মশালার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আদিবাসী গবেষক তেজকুমার টোপ্পো, আদিবাসী উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য সুনীল ওরাওঁ, সীতা ওরাওঁ ও কুরুক ভাষার শিক্ষক মহেশ মিঞ্জ-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। উদ্বোধনী বক্তব্যে মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক বলেন, রাজ্য সরকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একাধিক প্রকল্প চালু করেছে। কেবল আর্থ-সামাজিক নয়, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচিতি বজায় রাখার জন্যও আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কুরুক ভাষার সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, এখন তার শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। উল্লেখ্য, কুরুক ভাষার নিজস্ব লিপি তোলাঙসিকি, যার ৪৬টি বর্ণ রয়েছে (১০টি স্বরবর্ণ ও ৩৫টি ব্যঞ্জনবর্ণ)। এই লিপিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা মূলত ঝাড়খণ্ডে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে তেমন কোনও প্রতিষ্ঠান এতদিন ছিল না। অথচ উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে বিপুলসংখ্যক আদিবাসী মানুষ বসবাস করলেও বহুজন কুরুক ভাষায় সাবলীল নন। সেই শূন্যতা পূরণে এই কর্মশালা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই কর্মশালায় প্রায় ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছেন এবং আগামী ৩০ জুলাই পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলবে।

দুর্ঘটনায় আহত ৪

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের এ তর্কোলা সংলগ্ন এলাকায় পথদুর্ঘটনা। বুধবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ এনএইচ-১০ জাতীয় সড়কে একটি ট্রাক ও একটি পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় আহত হন চারজন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার কারণে জাতীয় সড়কে স্তব্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

হড়পা বানে মাঝনদীতে আটকে গেল যাত্রীবাহী বাস

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : হড়পা বানে মাঝনদীতে আটকে গেল যাত্রীবাহী বাস! বরাতজোরে রক্ষা পেলেন যাত্রীরা। বুধবার সকালে ভুটান পাহাড়ে প্রবল বর্ষণের ফলে ফের একবার হড়পা বান আসে বাঙড়ি নদীতে। আর এদিন আচমকা আসা সেই হড়পা বানে নদীর প্রায় মাঝামাঝিতে আটকে পড়ে একটি যাত্রীবাহী বাস। ঘটনাটি ঘটেছে মাদারিহাটে জামতলা এলাকায়। ভাগ্যের জোরে প্রাণে বেঁচে গেছেন টোটোপাড়া থেকে মাদারিহাটগামী ওই বাসের যাত্রীরা। কোনওক্রমে বাস থেকে নেমে প্রাণে বাঁচেন যাত্রীরা। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মাদারিহাট থানার পুলিশ। যাত্রীরা সময়মতো বিপদের আঁচ পেয়ে বাস থেকে নেমে নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়ায় কারও কোনও ক্ষতি হয়নি। নদীর জল কমলে, দুপুর দেড়টা নাগাদ ক্রেন ও পে-লোডার দিয়ে নদীতে আটকে পড়া বাসটি তোলা হয়। মাদারিহাট থানার ওসি অসীম মজুমদার জানান, বাস নদীতে আটকে পড়লে, সময়মতো যাত্রীরা বেরিয়ে আসায় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। পরে বাসটিকে নদী থেকে তোলা হয়েছে।

■ বরাতজোরে রক্ষা পান যাত্রীরা। বুধবার আলিপুরদুয়ারে।

স্মার্ট ক্লাসরুমের সূচনা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : বুধবার স্মার্ট ক্লাসরুমের সূচনা হল উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর গার্লস হাইস্কুলে। এদিন এই ক্লাসরুমের সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদব, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুমিতা সেনগুপ্ত, ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল, স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি শম্ভু মজুমদার, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মনীষা সাহা-সহ স্কুলের অন্য শিক্ষিকারা। এই স্মার্ট ক্লাস চালু হওয়ায় পড়াশোনায় নতুন দিগন্ত খুলবে। পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ছাত্রীদের আরও আগ্রহী ও স্কুলমুখী করে তোলা সম্ভব হবে।

■ সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

১০
১৭ জুলাই ২০২৫
বৃহস্পতিবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

17 July, 2025 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

তৃণমূল যুব'র সভায় বাংলা-বিদ্বেষী বিজেপির বিরুদ্ধে সোচ্চার দেবাংশু

বাংলাকে ডিটেনশন ক্যাম্পের রাজধানী বানাতে চায় ওরা

বর্ধমান

সংবাদদাতা, বর্ধমান : একদিকে তৃণমূলের একুশের ধর্মতলা সমাবেশ, অন্যদিকে বিজেপির বাংলাবিদ্বেষী প্রচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুবর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় মিছিল বেরোল বর্ধমান শহরে। মঙ্গলবার ধর্মতলা সমাবেশ সফল করতে বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। বুধবার যুব তৃণমূলের কেন্দ্রীয় মিছিল হল বর্ধমানের জিটি রোড, বড়বাজার, বিসি রোডে। টাউন হল থেকে শুরু হয়ে রাজবাটি উত্তর ফটকে মিছিল শেষ হয়। মিছিলে হাঁটেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, সহ-সভাধিপতি গার্গী নাহা, সাংসদ শর্মিলা সরকার, বিধায়ক নিশীথ মালিক, অভেদানন্দ থাণ্ডার, শম্পা ধাড়া, মধুসুদন ভট্টাচার্য, বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার নয়া চেয়ারম্যান উজ্জ্বল প্রামাণিক, ভাইস চেয়ারম্যান আইনুল হক, জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার-সহ জেলা নেতৃত্ব। রাজবাটি উত্তর ফটকে মিছিল শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেন, বিজেপিকে আগামী বছর বাংলার মানুষ সুদে-আসলে জবাব দেবেন। আসামে ৪০ লাখের মধ্যে ৩০ লাখ হিন্দুর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বাংলাকে ডিটেনশন ক্যাম্পের রাজধানী বানাতে চাইছে। অসম সরকার কোচবিহারের রাজবংশী হিন্দুকে এনআরসির নোটিশ পাঠিয়েছে, মহারাষ্ট্র-সহ বিভিন্ন রাজ্যে লোক ধরছে আর বলছে, বাংলাদেশি। বাংলা ভাষায় কথা বলা লোক না থাকলে ভারত স্বাধীন হত কি? এই চক্রান্ত রুখতে হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। তিনি বলেন, ওদের ১২টা এমপি কিছু করছে না। মমতা রেলমন্ত্রী থাকাকালীন বাংলাকে উজাড় করে দিয়েছেন। দেবাংশু বলেন, ২৬ শুধু ১৬ -০ নয়, ২১-এর থেকে জেতার ব্যবধান বাড়িয়ে বিজেপিকে ইভিএমের মাধ্যমে জুতো মারতে হবে। ২০২৬-এ তিন পার্টির সংমিশ্রণে যে পার্টি আছে, তাকে হারাতে হবে।

■ মিছিলের পুরোভাগে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, সাংসদ শর্মিলা সরকার, বিধায়ক নিশীথ মালিক, সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার প্রমুখ। ডানদিকে, মিছিল পরিণত জনজোয়ারে।

দাঁতনে একুশের প্রস্তুতিসভায় বিধায়ক ও জেলা সভাপতি

■ সভায় সুজয় হাজরা, বিক্রমচন্দ্র প্রধান প্রমুখ।

সংবাদদাতা, দাঁতন : একুশে জুলাইকে সামনে রেখে প্রস্তুতিসভা হল মঙ্গলবার দাঁতন ২ ব্লকের হরিপুর অঞ্চল তৃণমূলের উদ্যোগে জানাবাড় এলাকায়। উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজয় হাজরা, দাতন ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি তথা দাঁতনের বিধায়ক বিক্রমচন্দ্র প্রধান, দাঁতন ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি ইফতেকার আলি, দাঁতন ২ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শংকর ভুঁইয়া, হরিপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি কার্তিক জানা-সহ অন্যরা।

একুশের সমাবেশে রেকর্ড সংখ্যক মানুষকে শামিল করতে হল মহামিছিল ও প্রস্তুতিসভা

বাঁকুড়া

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : পাত্রসায়র ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে একুশে জুলাই ধর্মতলার দলীয় সমাবেশ সফল করার ডাক দিয়ে হল মহামিছিল ও বিশাল প্রস্তুতিসভা। এই কর্মসূচিতে কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী অংশগ্রহণ করেন। মিছিল ও সভায় উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি সুব্রত দত্ত, জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি ও রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস শ্রমিক সংগঠনের অন্যতম নেতা সভনাথ মুখোপাধ্যায় ছাড়াও পাত্রসায়রের ব্লক তৃণমূল সভাপতি-সহ একাধিক নেতৃত্ব। সভা থেকে একুশে জুলাইয়ের তাৎপর্য নিয়ে তৃণমূলকর্মীদের উদ্দেশে বার্তা দেন নেতৃত্ব। কর্মীরা কীভাবে ধর্মতলায় পৌঁছাবেন, কতজন কর্মী যাবেন, কোন ব্লক থেকে কত গাড়ি রওনা দেবে, এই নিয়ে বিস্তারিত নির্দেশও দেওয়া হয় প্রস্তুতিসভা থেকে। এই সভা থেকেই সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামিকে তীব্র আক্রমণ করেন জেলা সভাপতি সুব্রত দত্ত। তিনি বলেন, বিজেপি মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। মানুষ আজ বুঝে গিয়েছেন, কে তাঁদের পাশে আছে। একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেই সব কুৎসার জবাব দেবেন বাংলার জনতা। এই মিছিল ও সভার মাধ্যমে তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা ও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। ব্লক নেতৃত্ব আশাবাদী, পাত্রসায়রের ব্লক থেকে রেকর্ড সংখ্যক কর্মী এবার ধর্মতলার শহিদ স্মরণ মঞ্চে অংশ নেবেন।

■ পাত্রসায়রে ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে একুশের প্রস্তুতি মিছিল।

নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত দুই

সংবাদদাতা, অন্ডাল : এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হল এক নাবালক-সহ দুজন। একজনের বাড়ি অন্ডালের ১৪ নম্বর ডাঙ্গাল এবং অন্যজনের বাড়ি ১২ নম্বরে। ঘটনা প্রসঙ্গে নিযাতিতার মায়ের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন আগে তাঁর মেয়েকে ভুল বুঝিয়ে এই দুজন রেলের এক পরিত্যক্ত আবাসনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে এবং তার ভিডিও বানায়। গত ১৩ তারিখ মেয়ের মোবাইলে সেই ভিডিও পাঠিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের কথা বলা হয়। না গেলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করার হুমকি দেওয়া হয়। দুজনের বিরুদ্ধে অন্ডাল থানায় অভিযোগ করেন তিনি।

জল বাড়ছে নদীতে, সতর্ক ঘাটাল মহকুমা প্রশাসন

সংবাদদাতা, ঘাটাল : নদীর জলস্তর বাড়ায় ঘাটালের প্লাবিত এলাকাতেও বাড়ছে জল। সেই সঙ্গে জলমগ্ন ঘাটালের বাসিন্দাদের দুর্ভোগ আরও বাড়ছে। প্রায় এক সপ্তাহ জলমগ্ন ঘাটাল পুরসভার ১৩টি ওয়ার্ড ও ঘাটাল ব্লকের ৬টি গ্রাম। তার উপর নিম্নচাপের জেরে ভারি বৃষ্টিতে অবনতির দিকেই ঘাটালের পরিস্থিতি। রাস্তাঘাট, স্কুল, আড়গোড়ার চাতাল রাজ্যসড়ক জলের তলায়। প্লাবনের জেরে দোকানপাট বন্ধ, আড়গোড়া-সহ বেশ কিছু এলাকায় জলের তলায় দোকানপাট। টানা জলবন্দি অবস্থায় চরম ক্ষতির মুখে ছোট-বড় ব্যবসায়ীরা। বিঘের পর বিঘে কৃষিজমি জলের তলায়। দুঃশ্চিন্তায় কৃষকেরা। পুলিশ প্রশাসনের তরফে প্লাবিত এলাকায় সবরকম সরকারি পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তৎপর মহকুমা প্রশাসন। ইতিমধ্যে ঘাটালে গিয়ে সব ক'টি ব্লক ও পুরসভার বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে টাউন হলে বৈঠক করেছেন জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি। মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ ঘাটালে যান জেলার পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার। জানা গিয়েছে, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও তিন থানার আধিকারিকদের নিয়ে ঘাটাল থানায় একটি বৈঠক করেন পুলিশ সুপার। ঘাটালের বন্যা-পরিস্থিতি নিয়ে পুলিশের কী ভূমিকা প্লাবিত এলাকায় দুর্গতদের জন্য কী কী কাজ পুলিশের তরফে চলছে তা সাংবাদিকদের জানান জেলা পুলিশ সুপার। ঘাটাল মহকুমার সব ক'টি থানায় কমিউনিটি কিচেন, শুকনো খাবার বিতরণ, মানুষকে উদ্ধার করা ও প্রয়োজনে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ রান্না-করা খাবার থেকে উদ্ধারকাজ, এমনকী যেখানে পৌঁছনো অসম্ভব সেখানে অবধি গিয়ে পুলিশ ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিয়ে আসছে। পাশাপাশি প্লাবিত এলাকার মানুষদের সতর্ক করতে সচেতনতার প্রচার চলছে। পুলিশ সুপার জানান, ঘাটাল মহকুমায় পুলিশের ২১টি কমিউনিটি কিচেন চলছে, যেখানে রান্না-করা খাবার খাওয়ানো হচ্ছে। পাশাপাশি সেই খাবার দুর্গত এলাকায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। প্লাবিত ঘাটালের বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করে সচেতনামূলক প্রচার চালাচ্ছে ঘাটাল থানা।

■ ঘাটালের ব্লকে ত্রাণ বিলি মন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার।

ফের ৫০ লক্ষের গয়না টাকা চুরি কালীমন্দিরে

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : বেনাচিতির ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে কালীতলা কালীমন্দিরে ফের বুধবার ভোররাতে ৫০ লক্ষ টাকার সোনার অলংকারের পাশাপাশি প্রণামীর বাক্স এবং পুজোর দামি কাঁসার বাসন চুরি হয়ে গেল। আগেও বহুবার ফরিদপুর ফাঁড়ির এই মন্দিরে চুরি হয়েছে গহনা ও টাকা-সহ বাসনপত্র। পুলিস তখন চুরির কিনারা করলেও চুরি হওয়া বন্ধ হয়নি। বারবার এরকম দুঃসাহসিক চুরি করছে কে বা কারা তদন্ত করছে পুলিশ।

এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা দুর্গাপুর নগর নিগমের পুর প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য রাখি তেওয়ারি জানান, দিন দিন চুরির হার যেভাবে বাড়ছে তাতে প্রশাসনও উদ্বিগ্ন। তিনি কথা বলেছেন। এই চুরির পিছনে একজনই আছে। পুলিশ তদন্ত করছে। সিসিটিভি ক্যামেরায় চোরের ছবি দেখা গিয়েছে। শিগগিরই তারা চুরির কিনারা করতে পারবে বলে তিনি আশাবাদী।

খেজুরি ২ ব্লক তৃণমূলের পথসভায় জেলা সভাপতি পীযূষকান্তি পন্ডা, বিধায়ক উত্তম বারিক, জালালউদ্দিন খান, রণজিৎ মণ্ডল, সমুদ্ভব দাস প্রমুখ

প্রার্থীই দিতে পারল না বিজেপি, কৃষি সমবায়ে ২৯ আসনেই জয় তৃণমূলের

জয়পুর

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : নমিনেশনে বাধা দিয়েও তৃণমূলের সামনে দাঁড়াতেই পারল না বিজেপি। জয়পুর ব্লকের জয়পুর ফার্মার্স সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটির ২৯ আসনের সবক'টিতেই জয় হল তৃণমূল প্রার্থীদের। জয়ের পর সবুজ আবির খেলে তুমুল উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা হলেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। জয়ী প্রার্থীদের মিষ্টিমুখ করালেন ব্লক সভাপতি। প্রসঙ্গত, ২০১১ সালের আগে ধারাবাহিকভাবে সিপিএমের দখলে ছিল এই সোসাইটি। ২০১১-র পর তৃণমূলের হাতে আসে এই সমবায় সমিতি। বুধবারও শেষ পর্যন্ত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই সমবায় সমিতির ২৯টি আসনের সবক'টিতেই জয়ী হলেন তৃণমূল প্রার্থীরা। স্বাভাবিকভাবেই জয়ের আনন্দে উল্লসিত তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। জয়ী প্রার্থীদের মালা পরিয়ে সবুজ আবির খেলে বিজয়োল্লাসে মেতে ওঠেন তাঁরা। জয়পুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি কৌশিক বটব্যাল প্রার্থীদের মিষ্টিমুখ করান। সমবায় সমিতির কার্যালয় থেকে জয়পুরের ছোট গাড়ির স্ট্যান্ড পর্যন্ত মিছিল করা হল ব্লক সভাপতির নেতৃত্বে। বিজেপিকে কটাক্ষ করে ব্লক তৃণমূল সভাপতি কৌশিক বটব্যাল বলেন, ২৯ জন প্রার্থীর নামের প্রস্তাবকই খুঁজে পায়নি বিজেপি। ওরা প্রার্থী না দিতে পারলে আমাদের বলতে পারত। আমরা নমিনেশন করিয়ে দিতাম। লোক খুঁজে না পেয়ে হারার আগেই তাই বিজেপি উল্টো সুর গেয়ে আমাদের দোষ দিয়েছে। কিন্তু মানুষ আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন।

■ সমবায়ে জয়ের পর সবুজ আবির খেলে বিজয়োল্লাস তৃণমূল কর্মীদের।

এসএসসির নতুন নিয়োগ

(প্রথম পাতার পর)

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং অনিন্দ্য মিত্রের দাবি ছিল, ২০১৬ সালের প্যানেলের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিধি ২০১৬ সালের মতোই করতে হবে। সেই অনুযায়ী বয়সের ছাড় এবং অতিরিক্ত ১০ নম্বর বাড়ানোর আবেদন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, নয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিধিতে বলা হয়েছিল, ৬০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে, যা আগে ৫৫ নম্বরের ছিল। শিক্ষাগত যোগ্যতার উপরে ৩৫ নম্বরের পরিবর্তে রাখা হয়েছিল সর্বোচ্চ ১০ নম্বর। ইন্টারভিউ, শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা এবং 'লেকচার ডেমনস্ট্রেশন'-এর উপর সর্বোচ্চ ১০ নম্বর করে রাখা হয়েছিল। একইসঙ্গে, ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারির হিসাবে যাঁদের বয়স সর্বোচ্চ ৪০ বছর, তাঁরাই নিয়োগের জন্য আবেদন জানাতে পারবেন বলেও জানিয়েছিল এসএসসি। বুধবার এসএসসির সেই সিদ্ধান্তকেই মান্যতা দিল উচ্চ আদালত।

সোমবার এই মামলার শুনানিতে রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানিয়েছিলেন, সুপ্রিম কোর্ট কোথাও বলেনি, ২০১৬ সালের নিয়মেই নিয়োগ করতে হবে বরং, শূন্যপদ পূরণের নির্দেশ দিয়েছে। সেই নির্দেশ মেনেই তৈরি হয়েছে নতুন নিয়োগ বিধি তৈরি করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেছে এসএসসি।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, কীভাবে কমিশনের আইনকে চ্যালেঞ্জকে করা যায়? হাইকোর্টের ডিভিশন নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে বলেছে। কিন্তু কোন বিধি মেনে হবে তা উল্লেখ করেনি।

আদালতের এই রায়কে রাজ্যের 'বড় জয়' বলে উল্লেখ করেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এটা রাজ্যের বড় জয়। রাজ্যের অধিকারকে মান্যতা দিল আদালত। সুপ্রিম কোর্ট কোথাও বলে দেয়নি ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া মেনে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। অযৌক্তিক আবেদন আদালত মেনে নেয়নি। গত ন'বছরে কতজন এসেছেন, তাঁদের কথাও বিবেচনা করতে হবে।

বাংলাবিদ্বেষী বিজেপির বিরুদ্ধে পথে তৃণমূল

■ রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের মিছিলে নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি সনৎ চক্রবর্তী, শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী, রানাঘাট দক্ষিণের বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী-সহ নেতৃত্ব।

■ মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের উদ্যোগে মেদিনীপুর শহরে মহামিছিলে মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাত, বিধায়ক সুজয় হাজরা-সহ অন্যরা।

টানা বৃষ্টির ক্ষয়ক্ষতি দেখতে রাজ্যের প্রতিনিধিদল

পূর্ব বর্ধমান

সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান : কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে বহু জেলায় ভেঙেছে মাটির বাড়ি। খরিফের বীজতলা জমা জলে নষ্ট হয়েছে। সেচখাল বা ছোট নদীর সেতুও ভেঙে গিয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্যে চার জেলায় নবান্নের আইএএস পদমর্যাদার বিভিন্ন দফতরের সচিব, কমিশনাররা ঘুরছেন। বুধবার মেমারি ২ ব্লকের বড় পলাশন ২ পঞ্চায়েতের বিলবাড়ি ও করুরি গ্রামের ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখেন ক্রেতা ও সুরক্ষা দফতরের সচিব নীলম মিনা, ভূমি অধিকর্তা (রেকর্ড ও সমীক্ষা) বিভু গোয়েল, অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি) এবং বর্ধমান দক্ষিণের এসডিও। রাজ্য প্রশাসনের দলটি পাহাড়হাটিতে বিলবাড়ি গ্রামে গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। করুরি গ্রামে বাঁকা নদীর উপর সেতু ভেঙেছে জেনে সেই সেতু পরিদর্শনে যান। পঞ্চায়েত প্রধান খুকুমণি দাস বলেন, সেতু তৈরির জন্যে পঞ্চায়েত থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, পরিদর্শন রিপোর্টের পর যাঁদের বাড়ি ভেঙেছে তাঁরা বাড়ি পাবেন কি না সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। জেলা প্রশাসন জানায়, টানা বৃষ্টিতে জেলায় ১১৫ হেক্টর বীজতলা নষ্ট হয়েছে। জেলায় প্রায় ১৪২টি বাড়ির সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়েছে। ৫০০-র মতো বাড়ির আংশিক ক্ষতি হয়েছে। গ্রামীণ রাস্তাগুলির ক্ষতি হয়েছে বলে নবান্নর দলটির কাছে রিপোর্ট করেছে জেলা প্রশাসন।

■ জামালপুরে দামোদরের বাঁধের অবস্থা দেখছেন নবান্নের প্রতিনিধি রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নীলম মিনা ও রাজ্য ভূমি দফতরের অধিকর্তা বিভু গোয়েল।

■ জলপাইগুড়িতে বাংলা-বিদ্বেষের প্রতিবাদে তৃণমূলের মিছিলে জনস্রোত।

জনস্রোতে জননেত্রী

(প্রথম পাতার পর)

বুঝে নেবেন। কোথাও বাঙালিদের উপর অত্যাচার হলে বাংলা সুসংহত প্রতিবাদ করবে। বাংলায় প্রতিবাদ তো হবেই, যে-রাজ্যে হচ্ছে, সেখানেও প্রতিবাদের ঝড় উঠবে।

নোটিফিকেশনকে চ্যালেঞ্জ : মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা অনেকদিন থেকে লক্ষ্য করছি, প্রশাসনের কাছেও কমপ্লেন আসছে, কেন্দ্রের সরকার একটা নোটিফিকেশন করেছে। আমরা চ্যালেঞ্জ করব, তাই ওরা সেটা লুকিয়ে লুকিয়ে করেছে। বিজেপির রাজ্যগুলিতে তা পাঠিয়েছে। সেখানে লেখা আছে, যাকে সন্দেহ হবে বাংলা ভাষায় কথা বললেই অ্যারেস্ট করবে, ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দেবে। আমরা সব ভাষাভাষীকে সম্মান করি। সমস্ত ভারতবাসীকে আমরা সম্মান করি। কিন্তু তার মানে এই নয় আপনারা বাঙালিদের উপর অত্যাচার করবেন।

ভারতের মধ্যে নয় : কেন্দ্রে মোদি সরকারকে নিশানা করে তৃণমূল সুপ্রিমো তোপ দাগেন, বাংলা কি ভারতের মধ্যে নয়? পশ্চিমবঙ্গ কি ভারতের অংশ নয়? কেউ যদি বাংলায় কথা বলে, তার মানে এই নয় তাকে ধরে জেলে ভরে দাও। আমরা সবাইকে ইজ্জত করি। কিন্তু আপনারা বাংলাকে সম্মান করেন না কেন? কেন আপনাদের বাংলার প্রতি এত বিদ্বেষ? বাঙালি কী করেছে আপনাদের?

আমরা এমন করি না : মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি গুজরাতি ভাষাতেও কথা বলতে পারি। হিন্দিতেও বলতে পারি। আপনাদের সামনে কথা বললাম, কই আমার তো লজ্জা লাগল না! তাহলে কেউ বাংলায় কথা বললে আপনারা তাদের উপর অত্যাচার করছেন কেন? হঠাৎ অ্যারেস্ট করে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। বাংলা ভাষায় কথা বলে তারা কি অপরাধ করেছে? আমাদের ২২ লক্ষ কর্মীর সঙ্গে আপনারা কেন এরকম করছেন? আপনাদের কোনও পরিযায়ী শ্রমিকের সঙ্গে তো আমরা এরকম করি না? এইভাবে কি দেশ চলবে? মতুয়াদের উপর কাল পুণেতে অত্যাচার হয়েছে। বিজেপির অন্যান্য রাজ্যে বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচার চলেই যাচ্ছে। আপনারা হিন্দু-মুসলমান বিভাজন করছেন।

সীমান্ত আপনাদের : মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন, আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত। বর্ডার তো আপনাদের হাতে। বিএসএফের হাতে বর্ডার, হোম মিনিস্টারের হাতে সিআইএসএফ রয়েছে। প্লেনে-ট্রেনে কেউ এলে, তা দেখার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, আমাদের নয়। আপনারা মিথ্যা কথা কেন বলছেন? ভোট এলেই ইলেকশন কমিশন বিজেপির দালালি করতে নেমে পড়ে। আমরা ইঙ্গিতে-ইঙ্গিতে লড়াই করব।

ভোটের সময় ভিক্ষা : তাঁর সংযোজন, আপনারা ভোটের সময় ভোট ভিক্ষা করেন। আর অন্য সময় গিয়ে অত্যাচার করেন। কতজনকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছে! কোচবিহারের লোকেরা কী দোষ করল? নদিয়ার লোকেদের ছত্তিশগড়ে আটকে রেখেছে। দিল্লিতেও আমাদের এখানের লোকেদের জলের সংযোগ কেটে দিয়েছে। বিদ্যুৎ কেটে দিয়েছে। অন্ধকূপের মধ্যে তাদের রেখে দিয়েছে। মহারাষ্ট্রের পুণেতে অত্যাচারিত হয়েছেন মতুয়ারা। আপনারা যদি মনে করেন এইভাবে দেশ চালাবেন, তাহলে মনে রাখুন যে, বাংলা স্বাধীনতার জন্ম দেয়, বাংলা নবজাগরণের জন্ম দেয়।

সুপার এমার্জেন্সি : দলনেত্রীর কথায়, লজ্জা করে না, যারা দেশ স্বাধীন করেছে তাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। এনআরসি চালানোর নামে তাদের বাদ দিচ্ছে। একটা নোটিফিকেশন জারি করেছে। ভোটের এক বছর আগে, যাকে সন্দেহ হবে, জেলে রেখে দিতে পারো এক মাস। এটা তো সুপার এমার্জেন্সি। তাহলে দিল্লির লোক কী করছে? অবৈধভাবে আইন করেছে, যে আইনের মানে বোঝে না। গদি মিডিয়া যারা রয়েছে আপনাদেরও কিন্তু বাংলায় কথা বললে, ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখবে।

বিহারের ম্যাপ : তিনি বলেন, বাংলার মানুষের উপর বঞ্চনা তো চলছেই। সব টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। অত্যাচার করছে, লাঞ্ছনা করছে। নীতি আয়োগ কয়েকদিন আগে বাংলার কথা বলতে গিয়ে বিহারের ম্যাপ লাগিয়ে দিয়েছে! প্ল্যানিং কমিশন তুলে দিয়েছে। এই প্ল্যানিং কমিশন করেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। এখন সেই বাঙালিকেই মারছে, তার জবাব দেবে বাংলাই।

দিল্লি দরবার

17 July 2025 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বন্ধ হয়ে যাওয়া বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা ১ অগাস্ট থেকে ফের আংশিকভাবে চালু করবে এয়ার ইন্ডিয়া। আমেদাবাদ ট্র্যাজেডির পর সাময়িকভাবে বাতিল করা হয়েছিল সেগুলি

বালেশ্বরে স্বতঃস্ফূর্ত বন্‌ধ, বিস্ফোরক মৃত ছাত্রীর বাবা

ছাত্রীমৃত্যুর প্রতিবাদে উত্তাল ওড়িশা রণক্ষেত্র ভুবনেশ্বরে রাবার বুলেটে

প্রতিবেদন : বালেশ্বর ফকির মোহন কলেজের ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে বিজেপি শাসিত ওড়িশা। রাজধানী ভুবনেশ্বরে পুলিশের সঙ্গে বিজেডি কর্মী-সমর্থকদের সংঘর্ষে রণক্ষেত্র হয়ে উঠে গান্ধীমার্গ। বিএডের ছাত্রীর মৃত্যুর বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করে এদিন লোকসেবা ভবন ঘেরাও করে বিজেডি। ঘেরাওকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে পুলিশ। ছোঁড়া হয় রবার বুলেটও। ব্যবহার করা হয় জলকামান। ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয় পুলিশ ও বিজেডি সমর্থকদের মধ্যে। জখম হন বিজেডির দুই প্রাক্তন মন্ত্রী ও এক মহিলা সদস্য। বুধবার সাতসকালেই বিধানসভার সামনে জড়ো হয়ে ব্যাপক

বিক্ষোভ দেখান প্রতিবাদীরা। বৃহস্পতিবার ১২ ঘণ্টার ওড়িশা বন্‌ধের ডাক দিয়েছে বিরোধীরা।

এদিন অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে বালেশ্বরও। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের বিজেডির ডাকে বালেশ্বরে পালিত হয় ৮ ঘণ্টার বন্‌ধ। ছাত্রীমৃত্যুর ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে ডাকা এই বন্‌ধ ছিল সর্বাত্মক। সকাল থেকেই রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদের আগুন জ্বলে উঠেছে। জেলার রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। অবরোধ করা হয় জাতীয় সড়ক। কোথাও টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন বিজেডির কর্মীরা। বন্ধ দোকানপাট, বাজারহাট, অফিস-কাছারি। থমকে যান-চলাচলও। শনিবার রাতে নির্যাতিতা ছাত্রী নিজের গায়ে আগুন দেওয়ার পর সোমবার রাতে ভুবনেশ্বর এইএমসে মৃত্যু হয় তাঁর। বিজেপির নির্দেশে পুলিশ প্রথমে গাছাড়া মনোভাব দেখালেও শেষে জনরোষের চাপে পড়ে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় অভিযুক্ত অধ্যাপক এবং কলেজের অধ্যক্ষকে। বুধবার রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক সোশ্যাল মিডিয়ায় সাফ জানিয়েছেন, ছাত্রীর পরিবারকে ন্যায় বিচার পাইয়ে না দেওয়া পর্যন্ত নিরন্তর লড়াই চলবে। জলকামান বা রাবার বুলেট, কিছুই সেই সংগ্রামকে রুখতে পারবে না।

অভিযুক্ত অধ্যাপককে ক্লিনচিট, ছাত্রীকেই দায়ী করেছিল কর্তৃপক্ষ

প্রতিবেদন: বিস্ফোরক অভিযোগ কন্যাহারা পিতার। মেয়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য কলেজের অভ্যন্তরীণ কমিটির রিপোর্টকেই দায়ী করলেন ওড়িশার মৃত কলেজ পড়ুয়ার বাবা। তাঁর সরাসরি অভিযোগ, কলেজ কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেছিল, তা ছিল পুরোপুরি পক্ষপাতদুষ্ট। আশ্চর্যজনকভাবে ক্লিনচিট দেওয়া হয়েছিল অভিযুক্ত অধ্যাপককে। উলটে দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল নির্যাতিতা ছাত্রীর উপরেই। সেই মিথ্যাচার সহ্য করতে না পেরেই গায়ে আগুন দেন তাঁর মেয়ে। এমনই বিস্ফোরক দাবি মেয়ের মৃত্যুর পরে করলেন তাঁর বাবা। সোমবার রাতে মৃত্যুর সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই শেষে মৃত্যু হয় ওড়িশার বালেশ্বরের ফকির মোহন কলেজের নির্যাতিতা ছাত্রীর। ঘটনায় নির্লজ্জ বিজেপি সরকার অধ্যক্ষকে শুধুমাত্র সাসপেন্ড করেই দায় সারার চেষ্টা চালায়। পরে অবশ্য জনরোষের চাপে পড়ে তাকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় পুলিশ। মেয়ের মৃত্যুর পর এবার মুখ খুললেন নিহত ছাত্রীর বাবা। তিনি দাবি করেন, কলেজের অভ্যন্তরীণ কমিটির রিপোর্টের জন্যই গায়ে আগুন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল তাঁর মেয়ে। ছাত্রী অধ্যাপক তথা বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে কুপ্রস্তাবের যে অভিযোগ করেছিলেন তাতে কলেজের কমিটি কার্যত অধ্যাপককে ক্লিনচিট দেয়। তৈরি হয় একটি একপেশে রিপোর্ট। দুঃখে-অপমানে তাঁর মেয়ে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার পথ বেছে নেন। মৃতার বাবা আরও দাবি করেন, যথেষ্ট তদন্ত না করেই রিপোর্ট পেশ করা হয়। দোষ দেওয়া হয় নির্যাতিতাকেই। ছাত্রীর বাবার দাবি, কলেজের তদন্ত কমিটির সব সদস্যকে তদন্তের আওতায় নিয়ে হোক।

গুলির লড়াইয়ে নিহত ২ মাওবাদী, শহিদ জওয়ান

প্রতিবেদন: ঝাড়খণ্ডে এনকাউন্টারে নিহত ২ মাওবাদী। গুলির লড়াইয়ে শহিদ এক সিআরপিএফ জওয়ানও। বোকারো জেলায় বুধবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় গোমিয়া থানা এলাকার বীরহোরডেরা জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীদের গুলির লড়াই শুরু হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে দুই মাওবাদীর মৃত্যু হয়। গুলি বিনিময়ের ফলে সিপিআরপিএফের কোবরা ব্যাটালিয়নের এক জওয়ানও নিহত হয়েছেন। তবে এলাকা ঘিরে রেখে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

নতুন অজুহাত, পাঞ্জাবে বন্দি করা হল বাংলার ৬ পরিযায়ী শ্রমিককে

প্রতিবেদন: এবার নতুন অজুহাত। পাঞ্জাবে আক্রান্ত হলেন বাংলার ৬ বাংলাভাষী শ্রমিক। মালদার চাঁচলের ৬ শ্রমিককে বন্দি করে রাখা হয়েছে লুধিয়ানা সেন্ট্রাল জেলে। এবার আর বাংলাদেশি সন্দেহে নয়, ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পশুহত্যা-সহ ৩টি ধারায় মামলা করা হয়েছে। শ্রমিকদের পরিবারের অভিযোগ, পুলিশি হেফাজতে তাঁদের উপরে দৈহিক ও মানসিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে। বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে যখন বাংলা বলার 'অপরাধে' হেনস্তা করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কর্মসূত্রে যাওয়া বাঙালি শ্রমিকদের, তখন আপ-শাসিত পাঞ্জাবে এক নতুন অজুহাতে বঙ্গভাষী শ্রমিকদের হেনস্তা সত্যিই বিস্ময়কর। জানা গিয়েছে, প্রায় ৩ সপ্তাহ আগে চাঁচল-১ ব্লকের বেলপুকুরের বাসিন্দা ওই ৬ শ্রমিক গিয়েছিলেন লুধিয়ানায়। একটি বড় হোটেলে মাংস কাটার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা। প্রশ্ন উঠেছে, মাত্র ৩ সপ্তাহ আগে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পশুহত্যার মামলা দেওয়ার নেপথ্যে আসল কারণটা কী? বলা নেই, কওয়া নেই, তাঁদের কেন এভাবে জেলে পুরে দেওয়া হল? আপ-শাসিত পাঞ্জাবে এমন ঘটনায় বিস্মিত অনেকেই। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলে বন্দি রাখা ৬ শ্রমিকের নাম জাকির হোসেন, কুরবান আলি, রাইহান আলম, আজম আলি, মিনজার আলি এবং মুক্তার আলম। প্রত্যেকেই পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য। ঘটনার খবর পেয়েই বুধবার মালদায় ওই শ্রমিকদের বাড়িতে যান মালদহ জেলা ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য রফিকুল হোসেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানান তৃণমূল সাংসদ সামিরুল ইসলামকে। শ্রমিকদের ফেরানোর চেষ্টা করছে জেলা প্রশাসনও।

বকেয়া নিয়ে বৈঠকে গরহাজির কেন্দ্রের গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী

প্রতিবেদন: বাংলার ২০ হাজার কোটির বকেয়ার প্রশ্নে নিরুত্তর কেন্দ্র। কথা দিয়েও বৈঠকে এলেন না গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রশেখর পেম্মাসানী। বাংলার পঞ্চায়েত দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পি উলগানাথন ও অর্থসচিব প্রভাত মিশ্রর সঙ্গে বুধবার দিল্লিতে বৈঠকে কথা ছিল কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন সচিব শৈলেশ সিংয়ের। সেখানেই থাকার কথা ছিল মন্ত্রীর। মনরেগা আবাস ও সড়ক যোজনা খাতে বাংলার ২০ হাজার কোটি টাকা বকেয়া নিয়ে আলোচনার কথা ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোনও কারণ ছাড়াই গরহাজির মন্ত্রী। বাংলার বকেয়া মেটানোর প্রশ্নেও নেই সদুত্তর।

গতকালের নয়, যুদ্ধজয়ে চাই আজকের অস্ত্র

প্রতিবেদন: গতকালের অস্ত্র দিয়ে আজকের যুদ্ধজয় কখনওই সম্ভব নয়। আজকের দিনে যুদ্ধ জিততে হলে জরুরি আধুনিক প্রযুক্তির নতুন অস্ত্র। ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে হলে প্রয়োজন অত্যাধুনিক অস্ত্রের। বুধবার এক অনুষ্ঠানে এই বাস্তবটাকেই দ্বিধাহীন ভাষায় তুলে ধরেছেন ভারতের সেনাসর্বাধিনায়ক অনিল চৌহান। তাঁর স্পষ্ট মতামত, বিদেশ থেকে কেনা অস্ত্র নয়, চাই দেশে প্রস্তুত অস্ত্র। এদিন দিল্লিতে একটি ওয়ার্কশপে গিয়ে তিনি পাকিস্তানকে ভারত কীভাবে প্রত্যাঘাত করেছিল তা তুলে ধরেন।

সক্রিয় ১০ কোটি মৃত মানুষের আধার

প্রতিবেদন: বিহার নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি ভোটার তালিকা সংশোধনের চেষ্টা করছে নির্বাচন কমিশন। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত ভোটার সংযুক্ত করতে যতটা জোর দিয়েছিল, ততটা জোর দেয়নি মৃত ভোটারদের নাম বাদ দিতে। নতুন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব নেওয়ার পরেই জ্ঞানেশ কুমার বিহার নির্বাচনের আগে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু করে বিতর্কের মুখে। নিজেদের এতদিনের কৃতকর্ম ঢাকতেই যে কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধন শুরু করেছে তা একটি আরটিআই রিপোর্টে প্রমাণিত। সেখানে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে দেশে মৃত প্রায় ১১ কোটি ৬৯ লক্ষ মানুষের মধ্যে মাত্র ১ কোটি ১৫ লক্ষ আধার কার্ড এতদিনে বাতিল করতে সক্ষম হয়েছে কমিশন। সম্প্রতি বিহারে যে স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিউ চালানো হচ্ছে, তাতে দেখা গিয়েছে একটা বড় অংশের ভোটারের মৃত্যু হয়েছে। তা সত্ত্বেও তাদের নাম এতদিন তালিকায় রয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে একটি আরটিআই করা হয় সম্প্রতি যেখানে নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানায়, ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া শুরুর পর থেকে ১৪ বছরে ১.১৫ কোটি আধার কার্ড বাতিল হয়েছে। মোদি সরকার ১৭ বছর ধরে দেশে জনগণনা আটকে রেখেছে। ফলে দেশে জন্ম মৃত্যুর সঠিক পরিসংখ্যানও পাওয়া সম্ভব নয়। তথ্যের দাবি, দেশে এখনও আনুমানিক ১০.৫৪ কোটি মৃত মানুষের আধার কার্ড সক্রিয় রয়েছে।

ছাত্রীর রহস্য মৃত্যু

প্রতিবেদন: দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া স্নেহা দেবনাথের মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য ঘনিয়েছে। ত্রিপুরার মেয়ে স্নেহা বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি বলে গত ৭ জুলাই থেকে নিখোঁজ ছিলেন। ১৩ জুলাই গীতা কলোনির সিগনেচার ব্রিজের নিচ থেকে উদ্ধার হয় দেহ। পুলিশ জানিয়েছে, একটি চিরকুটে তিনি আত্মহত্যার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু ওই নোটটি তাঁর নিজের হাতে লেখা কিনা, খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

কর্মসংস্থানের দিশা নেই, কেন্দ্রের রিপোর্টেই ফাঁস মোদির জুমলা

প্রতিবেদন: কোথায় গেল বছরে দু'কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি? ১১ বছর ধরে শুধুই জুমলাবাজি করে গেল মোদি সরকার। চাকরি নেই, কর্মসংস্থানের দিশা নেই। যুবসমাজে হাহাকার। দেশে বেকারত্বের হার বেড়ে ১৫.৩ শতাংশ! কেন্দ্রের রিপোর্টেই ফাঁস হয়ে গিয়েছে মোদি সরকারের মিথ্যাচার।

২০১৩ সালে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার কেন্দ্রে যখন ক্ষমতায় আসে, তখন গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রতিশ্রুতি ছিল বিজেপি ক্ষমতায় এলে বছরে ২ কোটি চাকরি দেবে। যদিও গত ১১ বছরে সেই 'জুমলা' ফাঁস হয়ে গিয়েছে। দেশে ক্রমশ বেড়েছে বেকারত্বের হার।

বুধবার সকালে ই-মেল করে দিল্লির নামী ৫ স্কুলে বোমা-হামলার হুমকি। দিল্লির দ্বারকার সেন্ট থমাস স্কুল ও বসন্ত ভ্যালি স্কুল, মাদার্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, রিচমন্ড গ্লোবাল স্কুল এবং সর্দার প্যাটেল স্কুলে বোমা মেরে ওড়ানোর হুমকি দেওয়া হয়। তল্লাশি চালায় বম্ব স্কোয়াড। তবে শেষ পর্যন্ত কিছুই ঘটেনি

নবজাগরণের স্তম্ভ উপেন্দ্রকিশোরের এই বাড়ি

মুখ্যমন্ত্রীর চাপে টনক নড়ল কেন্দ্রের সত্যজিতের ভিটে সংরক্ষণের প্রস্তাব

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়ার পরই ঘোষণা

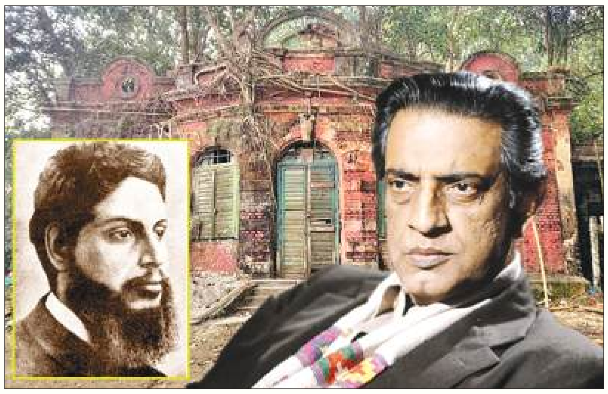

প্রতিবেদন: বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া প্রতিক্রিয়ার পরই টনক নড়ল কেন্দ্রীয় সরকারের। বাংলার নবজাগরণের অন্যতম চরিত্র উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর স্মৃতিবিজড়িত এবং বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পৈতৃক ভিটা পুনরুদ্ধারে এবার বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্যের প্রস্তাব দিল ভারত। সেইসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের পারিবারিক বাড়ি ভাঙার ঘটনার নিন্দা করেছে বিদেশ মন্ত্রক। এর আগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বাড়ি ভেঙে ফেলার খবর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছিল যে, সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদা এবং বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ময়মনসিংহ শহরের পৈতৃক বাড়িটি ভেঙে একটি নতুন ভবন তৈরি হবে। এই খবর শুনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে এই ঘটনার নিন্দা করেন। তিনি লিখেছিলেন, এই খবরটি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। রায় পরিবার বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান ধারক ও বাহক। উপেন্দ্রকিশোর বাংলার নবজাগরণের এক স্তম্ভ। তাই, আমি মনে করি এই বাড়িটি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ঐতিহাসিক বাড়িটি সংরক্ষণের আহ্বান জানান এবং ভারত সরকারকেও বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিতে অনুরোধ করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর এক্স বার্তার পরেই নড়েচড়ে বসে বিদেশমন্ত্রক। ঢাকার সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উদ্ধৃত সেদেশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, কাঠামোর জরাজীর্ণ অবস্থার কথা উল্লেখ করে ভাঙার কাজে সরকারি অনুমোদন দেওয়া হয়। অ্যাকাডেমির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি নতুন আধা-কংক্রিটের ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তার পর ভারতের বিদেশমন্ত্রক তড়িঘড়ি বিবৃতি জারি করে বাড়ি ভাঙার ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করে। বিবৃতিতে বলা হয়, ভবনটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে, যা বাংলার সাংস্কৃতিক নবজাগরণের প্রতীক, বাড়ি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা এবং এটিকে সাহিত্য জাদুঘর এবং ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে মেরামত ও পুনর্গঠনের বিকল্পগুলি পরীক্ষা করাই বাঞ্ছনীয় হবে। ভারত আরও জানিয়েছে যে, তারা এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায়, যিনি দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা ভারতরত্ন পেয়েছিলেন, দু'বছর বয়সে বাবাকে হারানোর পর তাঁর দাদুর কলকাতার বাড়িতে শৈশব কাটিয়েছিলেন। ময়মনসিংহের এই সম্পত্তিটি, যা এক শতাব্দীরও বেশি আগে নির্মিত হয়েছিল, দেশভাগের পর সরকারি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ১৯৮৯ সালে ময়মনসিংহ শিশু অ্যাকাডেমিতে রূপান্তরিত হয়। তবে, গত এক দশক ধরে এটি অব্যবহৃত অবস্থায় ছিল। ভাঙার খবর সামনে আসার পর এখন সেটির সংরক্ষণ ও সংস্কারে সহযোগিতা করার প্রস্তাব দিল ভারতের বিদেশমন্ত্রক।

এনসিইআরটির অষ্টম শ্রেণির নয়া পাঠ্যবইয়ে ধর্মীয় বিভাজনের চেষ্টা

প্রতিবেদন: ফের শিক্ষায় গেরুয়াকরণের চেনা ছক। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি)-এর অষ্টম শ্রেণির নতুন সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে বিজেপির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বদল আনা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের দিল্লির সুলতানি ও মুঘল আমলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পরিকল্পিতভাবে সেই সময়কে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার সময়কাল হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। এই নতুন বইয়ে বাবরকে জনগণের হত্যাকারী এক নৃশংস ও নির্মম বিজেতা হিসাবে দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি আকবরের শাসনকালকে নিষ্ঠুরতা ও সহনশীলতার মিশ্রণ এবং আওরঙ্গজেবকে মন্দির ও

মুঘল আমলের শাসকদের ভিলেন বানানোর উদ্যোগ!

গুরুদ্বার ধ্বংসকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। নতুন এই পাঠ্যবই ও ইতিহাসের ব্যাখ্যা নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

এনসিইআরটি জানিয়েছে যে, এই বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করার কারণ ইতিহাসের কিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ের উপর একটি নোটে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বইয়ের একটি অধ্যায়ে সতর্কতামূলক মন্তব্যও রয়েছে যে, অতীতের ঘটনার জন্য আজ কাউকে দায়ী করা উচিত নয়। অষ্টম শ্রেণির সমাজবিজ্ঞান বইয়ের প্রথম অংশ — 'সমাজ অন্বেষণ : ভারত ও তার বাইরে'— চলতি শিক্ষাবর্ষের জন্য এই সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছে। এটিই প্রথম নতুন এনসিইআরটি সংস্করণ যা শিক্ষার্থীদের দিল্লির সুলতানি ও মুঘল আমলের সঙ্গে পরিচয় করাবে। তথ্য অনুযায়ী, এর আগে এই সময়কাল সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পড়ানো হত। তবে, এনসিইআরটি জানিয়েছে যে, ভারতীয় ইতিহাসের যে অংশ দিল্লি সুলতানি, মুঘল এবং মারাঠাদের অন্তর্ভুক্ত করবে, তা এখন নতুন সিলেবাসে শুধুমাত্র অষ্টম শ্রেণিতে পড়ানো হবে। নতুন বইয়ের ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কিত অধ্যায়ে দিল্লি সুলতানির উত্থান ও পতন, এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, বিজয়নগর সাম্রাজ্য, মুঘল ও তাদের প্রতিরোধ এবং শিখদের উত্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টিতে সুলতানি আমলকে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামরিক অভিযানের যুগ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে গ্রাম ও শহর লুণ্ঠিত হয়েছে এবং মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে। সুলতানি ও মুঘল আমলের উপর লিখিত অংশগুলিতে মন্দিরগুলিতে আক্রমণ এবং কিছু শাসকের নৃশংসতার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এনসিইআরটি জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ এবং স্কুল শিক্ষার জন্য জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো-২০২৩ অনুযায়ী নতুন স্কুল পাঠ্যপুস্তক তৈরি করছে। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির জন্য নতুন বই আগে প্রকাশিত হয়েছে; পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির বই এখন প্রকাশ করা হচ্ছে। আর সেই বইতেই ইতিহাসের ব্যাখ্যায় বর্তমান শাসকের মনোভাবের ইঙ্গিত স্পষ্ট।

রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য নিয়ে ভারত, চিন ও ব্রাজিলকে এবার কড়া বার্তা

প্রতিবেদন: ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুট্টে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য নিয়ে ভারত সহ সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে নতুন করে সতর্ক করেছেন। ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ এবং আরও নিষেধাজ্ঞার হুঁশিয়ারি দিয়ে ন্যাটো প্রধান ভারত, চিন ও ব্রাজিলকে বলেছেন রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় ফল ভুগতে হবে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে রুট্টের এই মন্তব্য এসেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের পর। ট্রাম্প সম্প্রতি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আচরণে তাঁর হতাশা ও অসন্তোষ প্রকাশ করে ইউক্রেনকে সহযোগিতার বার্তা দেন। পাশাপাশি রুট্টের সঙ্গে বৈঠকের পর ভ্লাদিমির পুতিনকে ইউক্রেনের সঙ্গে শান্তিচুক্তি কার্যকর করতে এবং চার বছরের যুদ্ধ শেষ করতে ৫০ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

এদিকে পুতিন-ট্রাম্প মতবিরোধের প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ন্যাটো প্রধান মস্কোকে সতর্ক করে বলেন, আগামী ৫০ দিনের মধ্যে শান্তিচুক্তি না হলে রাশিয়ার রফতানি পণ্যের ক্রেতাদের জন্য ১০০ শতাংশ শুল্ক এবং

হুমকি দিলেন ন্যাটোর মহাসচিব

দ্বিতীয় স্তরের নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হতে হবে। রুট্টে বলেন, বিশেষ করে যদি আপনি এখন বেজিং বা দিল্লিতে থাকেন, অথবা আপনি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হন, তাহলে আপনি এই বিষয়টি একবার দেখতে চাইতে পারেন, কারণ এটি আপনাকে খুব কঠিন আঘাত করতে পারে। ব্রিকস দেশগুলিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রুট্টে ভারত, চিন এবং ব্রাজিলকে অনুরোধ করেন পুতিনকে ফোন করার জন্য। প্রাক্তন ডাচ নেতা ন্যাটো প্রধান আরও যোগ করেন, আপনারা পুতিনকে বলুন যে তাঁকে শান্তি আলোচনার বিষয়ে সিরিয়াস হতে হবে, অন্যথায় এটি ব্রাজিল, ভারত এবং চিনের উপর বিশালভাবে আঘাত হানবে। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে ট্রাম্প এর আগে ভারত, চিন ও ব্রাজিলের নাম উল্লেখ করেননি। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা চালানো দেশগুলিকে নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে সতর্ক করেছেন। মার্কিন সিনেটররা বর্তমানে একটি বিলের জন্য চাপ দিচ্ছেন যা মস্কোর সঙ্গে বাণিজ্যকারী দেশগুলির উপর ৫০০ শতাংশ শুল্ক নিশ্চিত করবে। ভারত, চিন এবং ব্রাজিলের প্রতি এই সর্বশেষ সতর্কতা এসেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ব্রিকস সদস্য দেশগুলির বিরুদ্ধে তাদের কথিত 'আমেরিকা বিরোধী নীতি'র জন্য অতিরিক্ত শুল্কের হুঁশিয়ারির পর। ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প ১০টি দেশের এই আঞ্চলিক জোটকে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্কের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। ব্রিকস জোট ইরান এবং তার পারমাণবিক স্থাপনাগুলির উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েলের হামলার সমালোচনা করার একদিন পর ট্রাম্প এই মন্তব্য করেন।

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নত করার বার্তা দুই দেশের

প্রতিবেদন: দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মসৃণ করার উদ্যোগ। ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর গত পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁর প্রথম চিন সফরে মঙ্গলবার চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। পূর্ব লাদাখে সীমান্ত অচলাবস্থার পর দুই দেশই এখন সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে। সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-এর বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে চিনে রয়েছেন জয়শঙ্কর। তিনি জানিয়েছেন, চিনা প্রেসিডেন্টকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। জয়শঙ্কর জানান, বেজিংয়ে সহকর্মী এসসিও বিদেশমন্ত্রীদের পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শুভেচ্ছা পৌঁছে দিয়েছি। প্রেসিডেন্ট শি-কে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেছি। ২০২০ সালের জুনে গালওয়ান উপত্যকায় মারাত্মক সংঘর্ষের পর দুই নেতার মধ্যে এটিই প্রথম বৈঠক ছিল। ২০২৪ সালের অক্টোবরে ডেমচক এবং দেপসাং-এর শেষ দুটি সংঘাতপূর্ণ এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে একটি চুক্তি হয়েছিল।

কাছে দূরে
17 July, 2025 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জম্বুদ্বীপ। হেনরি দ্বীপ নামেও পরিচিত। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ওয়াচটাওয়ারের জন্য বিখ্যাত। নির্জন নিরিবিলি। একটি অফবিট গন্তব্য। বৃষ্টিদিনে ঘুরে আসা যায়

ভারকালার হাতছানি

বর্ষায় কেরল সেজে ওঠে অন্যরকম সাজে। আছে বেশকিছু বেড়ানোর জায়গা। তার মধ্যে অন্যতম ভারকালা। সমুদ্র-পাহাড়ে ঘেরা। আছে কয়েকটি দুর্গ, মন্দির, প্রস্রবণ, হ্রদ। সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

ভাসমান ব্রিজ

বর্ষায় পর্যটকদের পছন্দের জায়গা কেরল। এই সময় সমুদ্রতীরবর্তী রাজ্যটি ছোট্ট, সেজে ওঠে অন্যরকম সাজে। এখানে আছে বেশকিছু মন ভালো করার মতো বেড়ানোর জায়গা। তার মধ্যে অন্যতম ভারকালা। তিরুবনন্তপুরম থেকে ৫৪ কিলোমিটার দূরে। সংঘ রাজবংশের সময় বাণিজ্যের জন্য ভারকালা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় অঞ্চল ছিল। প্রাচীন গ্রিক পাণ্ডুলিপি অনুসারে জায়গাটির পরিচিত ছিল বালিতা নামে। ভারকালায় আছে পাহাড় এবং মনোরম সমুদ্র সৈকত। অনেকের মতে বর্তমান সময়ে দেশের সেরা রোমান্টিক সমুদ্র সৈকতের মধ্যে একটি। নবদম্পতিরা আসেন মধুচন্দ্রিমায়। রংবেরঙের দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ, কটেজ দিয়ে ঘেরা। দূর থেকে চোখে পড়ে বালিয়াড়ি আর সমুদ্রতট। পায়ের উপর আছড়ে পড়ে আরব সাগরের ঢেউ। যদিও স্নানের পরিবেশ সেইভাবে নেই। সমুদ্রের উপর দেখা যায় সূর্যকিরণের ছটা। ধূ-ধূ বালুকাতট এর বৈশিষ্ট্য। শান্ত-নির্জন পরিবেশ। মানুষের ভিড়, কোলাহল খুব বেশি নেই বললেই চলে। সন্ধেবেলায় বেড়ে যায় আকর্ষণ। আরও মোহময়ী হয়ে ওঠে সমুদ্র সৈকত। দোকান আর গেস্টহাউসগুলোর আলো জ্বলে ওঠে। মৃদুমন্দ ঠান্ডা হাওয়া বইতে থাকে। এই পটভূমিতে প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে কোনও রেস্তোরাঁ বা ধাবায় বসে বৃষ্টি দেখতে দেখতে ডিনার করতে দারুণ লাগে। প্রতিদিনের কর্মব্যস্ত জীবন থেকে সাময়িক বিরতি চাইলে ভারকালা ঘুরে আসতে পারেন। পাবেন মনের আরাম। দূর হবে মানসিক অবসাদ। ভারকালা এবং এর আশেপাশে আছে বেশকিছু বেড়ানোর জায়গা।

আরব সাগরের তীরে অবস্থিত ভারকালার পাপানাসাম বিচ। কেরলের সবচেয়ে বিখ্যাত সৈকতগুলির মধ্যে একটি। পর্যটকদের পছন্দের জায়গা। এখানে কাটানো যায় একটি শান্তিপূর্ণ দিন। তীরে বসে সমুদ্রের নির্মলতা উপভোগ করা যায়।

সৈকতের উপরে ঝুঁকে থাকা পাহাড়ে অবস্থিত ২০০০ বছরের প্রাচীন পবিত্র জনার্দনস্বামী মন্দির। মন্দিরটি ভারকালা মন্দির নামেও পরিচিত। ভগবান জনার্দন পূজিত হন। যিনি ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম রূপ। ভক্তদের সমাগম ভালোই হয়।

বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক দার্শনিক শ্রীনারায়ণা গুরু প্রতিষ্ঠিত শিবগিরি মঠটি ভারকালায় অবস্থিত। দেবী সরস্বতীর প্রতি উৎসর্গীকৃত। পর্যটকেরা অতি অবশ্যই মঠটি ঘুরে দেখবেন। কারণ এটি ভারকালার সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ জায়গাগুলির মধ্যে একটি।

ভারকালা বিচের কাছেই রয়েছে একটি প্রস্রবণ। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। স্থানীয়রা মনে করেন, এই প্রস্রবণের জলে ওষধি পদার্থ রয়েছে। পৃথিবীর বহু মানুষ এই প্রস্রবণকে পবিত্র মনে করে। এখানে স্নান করা এবং জলপান করাকেও পবিত্র মনে করা হয়। এই বিশ্বাস আছে যে, এখানে স্নান করলে পাপস্খালন হয়।

ভারকালায় রয়েছে একটি আশ্চর্যজনক অ্যাকোয়ারিয়াম, যেখানে ভেসে বেড়ায় বিভিন্ন ধরনের মাছ। তবে অ্যাকোয়ারিয়ামে জেলিফিশের অসংখ্য প্রজাতি রয়েছে। যারা সামুদ্রিক জীবন ভালোবাসেন তাঁদের জন্য এটা একটা দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা হতে পারে।

ভারাকালা শহরের ৬ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত এদভা পলককভু ভগবতী মন্দির। পূজিতা হন ভদ্রকালী দেবী। বাৎসরিক পুজো এবং উৎসব স্থায়ী হয় ১০ দিন ধরে। আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ব্ল্যাক বিচ

১৬৯৯ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তৈরি করেছিল আঞ্জেঙ্গো দুর্গ। ইংল্যান্ড থেকে ভেসে আসা জাহাজগুলির জন্য প্রথম সংকেত স্টেশন হিসাবে দুর্গটি কাজ করত। দুর্গটি ঘুরে দেখা যায়।

ভারাকালার একটি উল্লেখযোগ্য পর্যটনকেন্দ্র বালিমণ্ডপম। মূলত একটি তীর্থস্থান। আছে মন্দির। জুলাই-অগাস্ট মাসে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পুজো। সমবেত হন বহু মানুষ।

পুন্নুমথুথু ভারাকালার একটি দ্বীপ। গোল্ডেন দ্বীপ নামে পরিচিত। এর অবস্থান অ্যাঞ্জেনগো হ্রদে। এই দ্বীপে আছে শতাব্দীর প্রাচীন একটি মন্দির। এখানে ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয় মহাশিবরাত্রি। হয় ভক্ত সমাগম। ঘুরে আসা যায় ভাসমান ব্রিজ এবং ব্ল্যাক বিচ। সবমিলিয়ে দারুণ। হাতছানি দেয় ভারকালা? সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন। বৃষ্টির মরশুমে মনের মধ্যে অদ্ভুত আনন্দের জন্ম হবে।

কীভাবে যাবেন?

যাওয়া যায় আকাশ-পথে। নিকটতম বিমানবন্দর ত্রিবান্দ্রম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। যা তিরুবনন্তপুরমে অবস্থিত। চিল্লাক্কুর-ভাল্লাকাদাভু রোড হয়ে ভারকালা থেকে বিমানবন্দরটি ৪১ কিলোমিটার দূরে। তিরুবনন্তপুরমও একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র। বিমানবন্দরটির সামনে থেকে তিরুবনন্তপুরমের বিভিন্ন অংশে যাওয়ার জন্য স্থানীয় পরিবহণ ব্যবস্থা, যেমন ট্যাক্সি, ক্যাব এবং বাস ইত্যাদি পাওয়া যায়। ভারতের প্রধান শহর যেমন দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা এবং বেঙ্গালুরুর সঙ্গে আকাশপথে ভালভাবে সংযুক্ত। ভারকালায় রয়েছে রেলওয়ে স্টেশন। এটা তিরুবনন্তপুরম জেলার অন্যতম প্রধান রেলওয়ে স্টেশন। দুর্দান্ত সড়ক সংযোগ রয়েছে ভারাকালা শহরটিতে কেরল রাজ্য সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায়। ঘন-ঘন বাস-পরিষেবা আছে। তিরুবনন্তপুরম এবং কোচিনের মতো শহরগুলির সঙ্গে সংযুক্ত।

কোথায় থাকবেন?

ভারকালায় আছে বেশকিছু গেস্ট হাউস এবং হোটেল। সেইসঙ্গে আছে ভিলা জাকারান্ডার মতো গেস্ট হাউস। এছাড়া আছে পুথুরম আয়ুর্বেদিক বিচ রিসর্ট, ভারকলা মেরিন প্যালেস, গ্রিন প্যালেসের মতো মনোরম থাকার জায়গা। খরচ মোটামুটি নাগালের মধ্যে। আগে খোঁজখবর নিয়ে তবেই যাবেন।

কর্নাটক রাজ্য টি-২০ লিগে দল পেলেন না রাহুল দ্রাবিড়ের বড় ছেলে সমিত

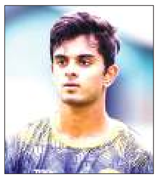

জাদেজায় মুগ্ধ সৌরভ, আস্থা নেতা শুভমনেও

প্রতিবেদন : লর্ডসে অল্পের জন্য টেস্ট জয় হাতছাড়া হয়েছে ভারতের। টপ অর্ডারের ব্যর্থতায় তীরে এসে তরী ডুবেছে। রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজের লড়াই কাজে আসেনি। লক্ষ্য থেকে মাত্র ২২ রান দূরে থামতে হয়েছে দলকে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় টপ অর্ডারের ব্যর্থতাকেই কাঠগড়ায় তুলছেন। ঢালাও সার্টিফিকেট দিচ্ছেন জাদেজাকে। পাশাপাশি অধিনায়ক শুভমন গিলেও ভরসা রাখছেন সৌরভ।

সংবাদ সংস্থাকে সৌরভ বলেছেন, টপ অর্ডার যদি সামান্য লড়াই করত, তাহলে ম্যাচটা ভারতেরই হত। জাদেজার অসাধারণ লড়াইয়ের প্রশংসা করে তিনি বলেন, জাদেজা ব্যতিক্রমী। যতদিন সে এইভাবে ব্যাটিং করবে এবং এমনই পারফরম্যান্স করে যাবে, ততদিন ভারতের হয়ে খেলবে। জাদেজা প্রায় ৮০টি টেস্ট ম্যাচ এবং ২০০-র উপর একদিনের ম্যাচ খেলেছে। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিংয়ে সমান পারদর্শী। অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার ব্যাটিংয়ের উন্নতি হয়েছে। জাদেজা একজন বিশেষ খেলোয়াড় এবং এই ভারতীয় দলের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

লর্ডসে ব্যাটে রান না পেলেও সিরিজে শুভমনের নেতৃত্ব ও ব্যাটিং ফর্মের প্রশংসা করেছেন প্রাক্তন ভারত

অধিনায়ক। লর্ডসে ইংল্যান্ডের দুই ওপেনারের সময় নষ্ট নিয়ে শুভমনের অতি আগ্রাসী মনোভাবের সমালোচনা করতে চাননি সৌরভ। বরং তরুণ অধিনায়ককে নিয়ে আশাবাদী তিনি। বলেন, শুভমন ভুল থেকে শিখবে। নিজের মতো করে ঠিক সামলে নেবে। ধীরে ধীরে সব শিখে যাবে। কেউ তো আর প্রথম থেকে ভাল অধিনায়ক হয়ে যায় না। এজবাস্টনেও ও দারুণ নেতৃত্ব দিয়েছে। ওকে আরও সময় দিতে হবে।

প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মনে করেন, রানটা তুলে লর্ডস টেস্ট জেতা উচিত ছিল আমাদের। সৌরভের কথায়, যেভাবে সিরিজে ভারত ব্যাট করছিল তাতে ১৯০-১৯২ রান তুলে দেওয়া উচিত ছিল।

বড় ম্যাচ নিয়ে জট

প্রতিবেদন : কল্যাণী স্টেডিয়ামে শনিবারের কলকাতা লিগের ডার্বি ঘিরে তীব্র জটিলতা। যা পরিস্থিতি তাতে বড় ম্যাচ পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কল্যাণীর ছোট স্টেডিয়ামে বিপুল সংখ্যক দর্শক হাজির হলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, এই আশঙ্কায় আইএফএ-কে পুলিশের তরফে চিঠি দিয়ে জানানো হয়, এত অল্প সময়ে বড় ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। চিঠি পাওয়ার পরই রাতে কল্যাণীতে পুলিশের সঙ্গে বৈঠকে বসেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত। ম্যারাথন বৈঠক চলে অনেক রাত পর্যন্ত। আইএফএ-র তরফে মাত্র ১০ হাজার টিকিট ছেড়ে ডার্বি আয়োজনের প্রস্তাব দেওয়া হয় পুলিশকে। কিন্তু ম্যাচের দিন বাইরে থেকে বিপুল সংখ্যক লোক চলে এলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে, এই আশঙ্কা করেই ডার্বি আয়োজনে অনুমতি দিতে রাজি নয় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। রাতে আইএফএ সচিব বললেন, সম্ভাবনা কমছে। তবু আমরা এখনও আশাবাদী। বৃহস্পতিবার শেষ চেষ্টা করব। ডিজিটাল টিকিটের ব্যবস্থা রাখব। দেখা যাক কী হয়!

ডার্বির আগে স্বস্তির জয় মোহনবাগানের

গোলের পর করণ।

প্রতিবেদন : শনিবার কলকাতা লিগের ডার্বি। তার আগে কালীঘাট মিলন সংঘকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে রাখল মোহনবাগান। কালীঘাটকে ২-১ গোলে হারিয়ে বড় ম্যাচের আগে তিন পয়েন্ট এল সবুজ-মেরুন শিবিরে। বাগানের দুই গোলদাতা পাসাং দোরজি তামাং এবং করণ রাই। কালীঘাটের গোলদাতা সুরজিৎ হালদার।

জিতলেও দলের পারফরম্যান্স ডার্বির আগে খুব একটা স্বস্তিতে রাখবে না মোহনবাগানকে। কল্যাণীতে এদিন ডেগি কার্ডোজোর দলের খেলায় অনেক খামতি ছিল। একাধিক গোলের সুযোগ নষ্টের পাশাপাশি রক্ষণেও অনেক ফাঁকফোকর ধরা পড়েছে। বড় ম্যাচের আগে যা চিন্তায় রাখবে মোহনবাগান কোচকে। তবে ম্যাচ জিতে ডেগি জানিয়ে দিলেন, তাঁর দল ডার্বির জন্য প্রস্তুত। ম্যাচে নজিরবিহীন একটি ঘটনাও ঘটল। রেফারি খেলার শেষ বাঁশি বাজানোর পরেও আরও মিনিট তিনেক খেলা হল। রেফারির ভুলেই এই বেনজির ঘটনা।

শুরুটা এদিন ভালই করেছিল মোহনবাগান। বিপক্ষের ফুটবলাররা কিছু বুঝে ওঠার আগেই এগিয়ে যায় তারা। ৩ মিনিটের মাথায় গোল করে দলকে এগিয়ে দেন পাসাং। বাগানের দাপটের মধ্যেই খেলার গতির বিরুদ্ধে গোল করে ১৮ মিনিটে কালীঘাটকে সমতায় ফেরান সুরজিৎ। দূরপাল্লার শটে দর্শনীয় একটি গোল করেন তিনি। ৪০ মিনিটে গোলের ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ হাতছাড়া করেন সালাউদ্দিনের পরিবর্ত গোগোচা। তার আগে কালীঘাটও একটি সুযোগ নষ্ট করে।

দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগান আরও দাপটে খেললেও সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। ৫১ মিনিটে পাসাং এবং ৫৫ মিনিটে টংসিন সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। ৬৪ মিনিটে মোহনবাগানের হয়ে ব্যবধান বাড়ান করণ।

ফৌজা-মৃত্যুতে গ্রেফতার এক

জলন্ধর : ম্যারাথন রানার ফৌজা সিংয়ের হিট অ্যান্ড রান মৃত্যুর ঘটনায় এক অনাবাসী ভারতীয়কে মঙ্গলবার গভীর রাতে গ্রেফতার করেছে পাঞ্জাব পুলিশ। ৩০ বছর বয়সি ওই ব্যক্তির নাম অমৃতপাল সিং ধিলন। সোমবার পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলায় নিজ গ্রাম বিয়াস পিন্ডে একটি গাড়ির ধাক্কায় মারা যান ১১৪ বছর বয়সি ফৌজা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধিলন স্বীকার করেছেন যে, তাঁর গাড়ি বিয়াস পিন্ডের কাছে একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে ধাক্কা দেয়। তিনি তখন জানতেন না যে, ওই ব্যক্তি ফৌজা সিং ছিলেন। পরে এই খবর জানতে পারেন।

নজরে প্রজ্ঞা

লাস ভেগাস : আমেরিকার লাস ভেগাসে আয়োজিত ফ্রিস্টাইল চেস টুর্নামেন্টে ম্যাগনাস কার্লসেনের সঙ্গে একই গ্রুপে পড়লেন ভারতের রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। তবে আরও দুই ভারতীয় দাবাড়ু অর্জুন এরিগাইসি ও বিদিত গুজরাটি অন্য গ্রুপে পড়েছেন। যদিও সর্বকনিষ্ঠ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশ এই টুর্নামেন্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। মোট ১৬ জন দাবাড়ু অংশ নিচ্ছেন এই টুর্নামেন্টে। ফেভারিট বিশ্বের একনম্বর কার্লসেন।

বিরাট ফিরে এসো, বার্তা মদন লালের

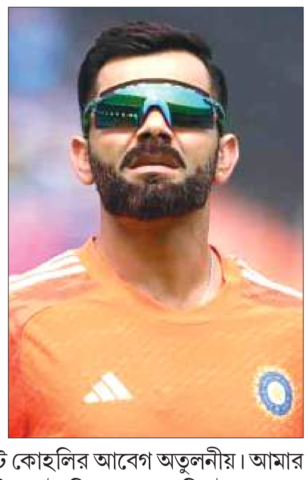

প্রতিবেদন : লর্ডস টেস্টে জয়ের জন্য ১৯৩ রান তুলতে না পেরে সিরিজে পিছিয়ে পড়তে হয়েছে ভারতকে। ১৯৮৩-র বিশ্বকাপজয়ী দলের প্রাক্তন অলরাউন্ডার মদন লাল আবেগঘন আবেদন রেখেছেন বিরাট কোহলির উদ্দেশে। কিং কোহলিকে অবসর ভেঙে ফিরে আসার অনুরোধ করেছেন মদন লাল।

গত মে মাসে মাত্র সাতদিনের ব্যবধানে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেন রোহিত শর্মা ও বিরাট। বিশেষ করে সুপার ফিট বিরাটের লাল বলের ক্রিকেট থেকে অবসর মেনে নিতে পারেননি অনেকেই। মদন লাল বলছেন, ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি বিরাট কোহলির আবেগ অতুলনীয়। আমার ইচ্ছা, অবসরের সিদ্ধান্ত বদলে টেস্ট ক্রিকেটে ফিরে আসুক বিরাট। অবসর ভেঙে ফেরার মধ্যে কোনও দোষ নেই। যদি এই সিরিজে না হয়, পরের সিরিজে ওর ফিরে আসা উচিত।

'৮৩-র বিশ্বজয়ী দলের তারকার আবেগঘন বার্তা, বিরাটের অবশ্যই অবসর ভেঙে ফেরার সময়। সহজেই আরও ১-২ বছর খেলতে পারে। তরুণদের সঙ্গে তোমার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার সময়। তুমি এই সময়টায় দল ছেড়ে গিয়েছ। এখনও খুব বেশি দেরি হয়নি। দয়া করে ফিরে এসো।

ভক্তদের মধ্যেও বিরাটকে ফেরানোর দাবি জোরালো হয়েছে। বিসিসিআই-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্লা জানিয়েছেন, আমি একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, বিরাট এবং রোহিতের মতো দুই সিনিয়রের অভাব আমরা সবাই অনুভব করছি। কিন্তু অবসরের সিদ্ধান্ত ছিল দু'জনের একান্তই ব্যক্তিগত। বোর্ডের এটা নীতি নয় যে, খেলোয়াড়দের তারা বলবে কোন ফরম্যাট থেকে কখন অবসর নিতে হবে।

ফের ব্যর্থ সিন্ধু, এগোলেন লক্ষ্য

টোকিও, ১৬ জুলাই : ব্যর্থতা যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না পিভি সিন্ধুর! বুধবার জাপান ওপেনের প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেলেন জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় শাটলার। চলতি বছরে এই নিয়ে পঞ্চমবার কোনও টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে পরাজয়ের স্বাদ পেলেন সিন্ধু। তবে তাঁর বিদায়ের দিনে জয় পেয়েছেন লক্ষ্য সেন এবং সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি জুটি। সিন্ধু কোর্টে নেমেছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার সিম যু জিনের বিরুদ্ধে। ১৫-২১, ১৪-২১ সরাসরি গেমে ম্যাচ হেরে ছিটকে গেলেন। অন্যদিকে, ছেলেদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে আগাগোড়া দাপট দেখিয়ে ২১-১১, ২১-১৮ গেমে চিনা শাটলার ওয়াং ঝেং জিংকে হারিয়েছেন লক্ষ্য। পরের রাউন্ডে তাঁর প্রতিপক্ষ টুর্নামেন্টের সপ্তম বাছাই জাপানের কোদাই নারাওকা। এদিকে, ছেলেদের ডাবলসের প্রথম রাউন্ডে সরাসরি গেমে জয় পেয়েছেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ জুটি। তাঁরা ২১-১৮, ২১-১০ গেমে হারিয়েছেন কোরিয়ান জুটি কাং মিন হিউক ও কিম ডং জু-কে।

আইএসএল স্থগিতে সবাই ভীত : সুনীল

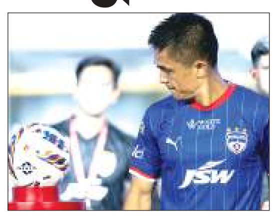

বেঙ্গালুরু, ১৬ জুলাই : ফেডারেশনের সঙ্গে চুক্তি নবীকরণ নিয়ে টানাপোড়েনে কয়েকদিন আগেই আইএসএল স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে আয়োজক সংস্থা এফএসডিএল। যার জেরে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা। নীরবতা ভেঙে বুধবার সমাজমাধ্যমে দীর্ঘ পোস্টে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী।

বেঙ্গালুরু এফসি-র তারকা পোস্টে লিখেছেন, কয়েক সপ্তাহ আগে যখন জানতে পারি, বেঙ্গালুরুর প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি ১৫ দিনের জন্য পিছিয়ে গিয়েছে তখন বেশ খুশিই হয়েছিলাম। কারণ, তখন ছুটিতে ছিলাম। ছন্দে ফেরার জন্য আমার আরও সময় লাগত। কিন্তু সেই 'পনেরো দিন' এখন অনির্দিষ্টকালে পরিণত হয়েছে। আমার মুখের হাসিও মিলিয়ে গিয়েছে। আমি এখন কেরিয়ারের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি। কিন্তু বিভিন্ন ক্লাবের ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারছি, আমার এই স্বার্থপর হওয়ার সমস্যাটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ ভারতীয় ফুটবল এখন যে অবস্থায় রয়েছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

সুনীল এক্স-এ আরও লিখেছেন, শুধু নিজের ক্লাব নয়, অন্যান্য ক্লাবের ফুটবলার, কোচিং স্টাফ, ফিজিও, ম্যাসিওরদের কাছ থেকেও বার্তা পেয়েছি। ভারতীয় ফুটবলের ইকোসিস্টেমের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রত্যেকেই এই অনিশ্চয়তার পরিবেশে রীতিমতো উদ্বিগ্ন, ব্যথিত এবং ভীত।

একইসঙ্গে সুনীল নিশ্চিত, এই অনিশ্চয়তার কালো মেঘ কেটে আবার আলোর রেখা দেখা দেবে। তাঁর কথায়, দেশের ফুটবল পরিচালনার দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা সাধ্যমতো চেষ্টা করছেন। আমি আশাবাদী, দ্রুত সমাধানসূত্র বেরোবে। আমার কাছে এখন সব প্রশ্নের উত্তর নেই। কিন্তু আমি সকলকে বলতে চাই, আপনারা শান্ত থাকুন। একসঙ্গে আমরা এই ঝড়ের মোকাবিলা করব। আমাদের একসঙ্গে থাকতে হবে। ফুটবল আবার শুরু হবে, হবেই।

১৬
১৭ জুলাই ২০২৫
বৃহস্পতিবার

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

17 July, 2025 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

লর্ডসে জিততে না পারলেও আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে ১২ ধাপ উঠে এসে সিরাজ এখন ৪৬তম স্থানে

লর্ডসে হেরেও ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা সিরাজের

লন্ডন, ১৬ জুলাই : লর্ডস টেস্টের হার নিয়ে মুখ খুললেন মহম্মদ সিরাজ। বার্তা দিয়েছেন আরেক ভারতীয় ক্রিকেটার কে এল রাহুলও। ভারতের শেষ উইকেট হিসাবে শোয়েব বশিরের বলে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আউট হওয়ার পর ব্যাটে ভর দিয়ে কেঁদেছিলেন সিরাজ। সোশ্যাল মিডিয়াতে ভারতীয় পেসার পোস্ট করেছেন, কিছু কিছু ম্যাচ আজীবন মনে থেকে যায়। ফলাফলের জন্য নয়, আপনি সেই ম্যাচ থেকে কী শিক্ষা পেলেন, তার জন্য। প্রায় একই ধরনের বার্তা ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন রাহুলও। তিনি লিখেছেন, কিছু ম্যাচ হয়, যা জয়-পরাজয়ের উর্ধ্বে। এই ম্যাচ আপনার সাহস ও চারিত্রিক দৃঢ়তার পরীক্ষা নেয়। আর এই শিক্ষা আপনাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। দুই ভারতীয় ক্রিকেটারই লর্ডসের হার থেকে শিক্ষা নেওয়ার বার্তা দিয়েছেন। সিরিজে আপাতত ১-২ ফলে পিছিয়ে রয়েছে ভারত। ২৩ জুলাই থেকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। সিরিজ বাঁচিয়ে রাখার জন্য শুভমন গিলদের জিততেই হবে।

তিন টেস্টেই জেতা যেত, দাবি শাস্ত্রীর

লন্ডন, ১৬ জুলাই : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি টেস্ট সিরিজে ভারতের কাছে সুযোগ ছিল ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার। কিন্তু দুর্ভাগ্য এবং খেলার গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সুযোগ কাজে লাগাতে না পারায়, হেডিংলে ও লর্ডসে জয় হাতছাড়া হয়েছে। আক্ষেপ টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রীর।

আইসিসির রিভিউ অনুষ্ঠানে শাস্ত্রী বলেছেন, ভাগ্যের সামান্য সাহায্য পেলেই ভারত তিনটে টেস্টই জিতত। লর্ডসে হারের প্রধান কারণ প্রথম ইনিংসে ঋষভ পন্থের রান আউট। ওই সময় ভারত পুরোপুরি চালকের আসনে ছিল। কিন্তু লাঞ্চের ঠিক আগে পন্থের আউট ইংল্যান্ডকে খেলায় ফিরিয়ে আনে। বেন স্টোকসের প্রসংশা করতেই হবে। পন্থকে সরাসরি থ্রোয়ে আউট করে দুর্দান্ত উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।

শাস্ত্রী হতাশ ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে করুণ নায়ারের আউট নিয়েও। ব্রাইডন কার্সের বল ছাড়তে গিয়ে লেগ বিফোর উইকেট হন করুণ। শাস্ত্রীর বক্তব্য, মনঃসংযোগ হারিয়ে নিজের উইকেট উপহার দিয়েছে করুণ। ৪০ রানে ১ উইকেট। ওই পরিস্থিতিতে একটা সোজা বল! সাধারণ একটা ডেলিভারি! সেটা ও ছাড়তে গেল এবং আউট হল। ওর আউট ইংল্যান্ডের সামনে দরজা খুলে দিয়েছিল। ভারতের টপ অর্ডারের উচিত ছিল ধৈর্য দেখানো। যেটা রবীন্দ্র জাদেজা ও দুই টেলএন্ডার জসপ্রীত বুমরা ও মহম্মদ সিরাজ দেখিয়েছে।

চার বছর আগে এই লর্ডসেই টেস্ট জিতেছিল বিরাট কোহলির ভারত। শাস্ত্রী ছিলেন সেই দলের কোচ। তিনি বলছেন, ২০২১ সালের লর্ডস টেস্টের কথা মনে পড়ছে। সেবার ভারত প্রথমে ব্যাট করে তিনশোর বেশি রান করে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমরাই টেস্ট জিতেছিলাম। এবার ইংল্যান্ড জিতল।

শাস্ত্রীর সংযোজন, অসাধারণ একটা সিরিজ হচ্ছে। এখনও দুটো টেস্ট বাকি। যে কোনও কিছু ঘটতে পারে। ভারত যদি ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে জিততে পারে, তাহলে ওভালের শেষ টেস্ট আরও রোমাঞ্চকর হয়ে উঠবে।

ব্রুককে টপকে শীর্ষে রুট

দুবাই, ১৬ জুলাই : লর্ডস টেস্টের দু'ইনিংসে ১০৪ ও ৪০ করার পুরস্কার। সতীর্থ হ্যারি ব্রুককে টপকে আইসিসি টেস্ট ব্যাটারদের ক্রমতালিকার শীর্ষে উঠে এলেন জো রুট। ৩৪ বছর বয়সি রুট শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়ক কুমার সঙ্গকারার পর, দ্বিতীয় বয়স্কতম হিসাবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ২০১৪ সালে ৩৭ বছর বয়সে টেস্ট ব্যাটারদের ক্রমতালিকার এক নম্বরে ছিলেন সঙ্গকারা। এদিকে, তিনে নেমে গেলেন ব্রুক। দুইয়ে কেন উইলিয়ামস। চারে স্টিভ স্মিথ। এক ধাপ নেমে পাঁচে যশস্বী জয়সওয়াল। প্রথম দশে আরও দুই ভারতীয় ঋষভ পন্থ (আট) ও শুভমন গিল (৯)।

বিশ্রাম নয়, সিরিজ জয়ে চোখ জোফ্রার

লন্ডন, ১৬ জুলাই : চার বছর পর টেস্ট ক্রিকেটে ফিরেই লর্ডসের ২২ গজে বল হাতে আগুন ঝরিয়েছেন। তবে এখানেই থামতে চান না জোফ্রা আর্চার। বরং তাঁর পাখির চোখ ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ জয়ে। পাশাপাশি এই সিরিজেই আসন্ন অ্যাসেজের প্রস্তুতিটা সেরে ফেলতে চান ডানহাতি ইংরেজ ফাস্ট বোলার।

চোট-আঘাতের জন্য বারবার ধাক্কা খেয়েছে আর্চারের টেস্ট কেরিয়ার। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা মাথায় রেখে, তাঁকে বিশ্রাম দিয়ে খেলানোর চর্চা চলছে। যদিও লর্ডসে জয়ের পর রীতিমতো ফুটছেন আর্চার। ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের সম্প্রচারকারী চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, আমি এই সিরিজের শেষ দুটো টেস্টেও খেলতে চাই। আশা করি, টিম ম্যানেজমেন্ট আমাকে মাঠে নামার অনুমতি দেবে। যেভাবেই হোক এই সিরিজটা জিততে চাই। আগেই বলেছিলাম, এই গ্রীষ্মেই টেস্টে ফিরতে চাই। খেলতে চাই অ্যাসেজও। প্রথম লক্ষ্যটা পূর্ণ হয়েছে। আগামী নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিমানে ওঠার জন্য আমি সবকিছু করতে রাজি।

আর্চার আরও বলেন, চোট সারিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে ফেরা সবথেকে কঠিন। গত দেড় বছর ধরে আমি টি-২০ ও একদিনের ক্রিকেট খেলছি। তাই টেস্টে কামব্যাক করার জন্য মুখিয়ে ছিলাম। ব্রেন্ডন ম্যাকালামের কোচিংয়ে দল লাল বলের ক্রিকেটে অসাধারণ পারফরম্যান্স করে চলেছে। এই ক্রিকেট দর্শন আমার খেলার ধরনের সঙ্গে মেলে। তাই দলের হয়ে পারফর্ম করতে পেরে আমি গর্বিত।

লারার আঙুল আইপিএলের দিকে

লয়েড, রিচার্ডসদের দ্বারস্থ হল ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ড

জামাইকা, ১৬ জুলাই : মাত্র ২৭ রানে অলআউট! যা টেস্টের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর। লজ্জায় মুখ ঢেকেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এহেন বিপর্যয়ের পর উদ্বিগ্ন ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট বোর্ড। হাল ফেরাতে তারা দ্বারস্থ হয়েছে কিংবদন্তিদের।

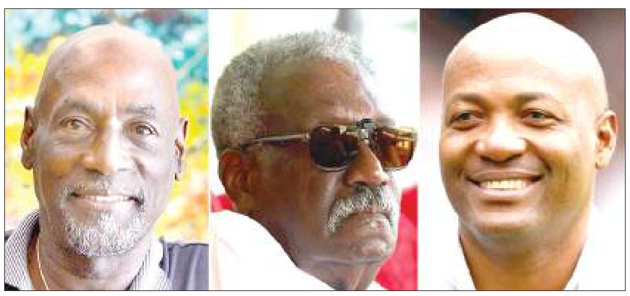

বোর্ড প্রেসিডেন্ট কিশোর শ্যালো জানিয়েছেন, ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের সুদিন ফেরানোর লক্ষ্যে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন তিন প্রাক্তন অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড, ভিভিয়ান রিচার্ডস এবং ব্রায়ান লারা। এছাড়াও থাকবেন শিবনারায়ণ চন্দ্রপল, ডেসমন্ড হেইন্স ও ইয়ান ব্র্যাডশ।

এক বিবৃতিতে শ্যালো জানিয়েছেন, বোর্ডের তরফে একটি বৈঠকে ওঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এঁরা প্রত্যেকেই আমাদের ক্রিকেট ঐতিহ্যকে গৌরবমণ্ডিত করেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের সুদিন ফেরানোর জন্য এবং নতুন প্রজন্ম তৈরি করার জন্য আমরা ওঁদের সাহায্য নিতে চাই। তিনি আরও বলেন, একটা সময় ক্রিকেট আমাদের গর্ব ছিল। কিন্তু এখন আমাদের রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে। আমরা আবার নতুন করে শুরু করতে চাই।

কিংবদন্তিদের অভিজ্ঞতা এবং মূল্যবান পরামর্শ এই বিষয়ে কাজে লাগবে। এদিকে, লারা আবার ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের দুঃসময়ের জন্য দায়ী করেছেন আইপিএল-সহ বিভিন্ন টি-২০ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগকে। তিনি বলেন, আমরা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের পাশাপাশি কাউন্টি ক্রিকেটেও খেলতাম জাতীয় দলে জায়গা পাওয়ার জন্য। কিন্তু এখন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগের রমরমা।

টি-২০ বিশ্বকাপে ২৪ দলের ভাবনা

আজ আইসিসি বৈঠক

দুবাই, ১৬ জুলাই : বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে আইসিসির চার দিনের বার্ষিক সাধারণ সভা। আর এই বৈঠকে টি-২০ বিশ্বকাপ এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হবে। ২০২৬ সালে টি-২০ বিশ্বকাপের আসর বসবে ভারতে। মোট ২০টি দল টুর্নামেন্টে অংশ নেবে। যার মধ্যে রয়েছে ফুটবলের দেশ ইতালি। তাই পরের টি-২০ বিশ্বকাপ ২৪টি দল নিয়ে করার কথা ভাবা হচ্ছে। এছাড়া বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের এখন খেলে ৯টি দেশ। কিন্তু প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে খেলে না। সব দেশের ক্রিকেটের মানও সমান নয়। ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ড ইতিমধ্যেই প্রস্তাব দিয়েছে, দু'টি স্তরে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ করার। প্রথম স্তরে খেলবে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউ জিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত। দ্বিতীয় স্তরে থাকবে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ, জিম্বাবোয়ে ও আফগানিস্তান। প্রত্যেক দু'বছর অন্তর ফাইনাল হবে। থাকবে অবনমনও।

পয়েন্ট বাদ ও জরিমানা ইংল্যান্ডের

ক্রলিকে দলে চান না বয়কট

লন্ডন, ১৬ জুলাই : লর্ডসে জিতলেও ইংল্যান্ড ব্যাটিংয়ের কড়া সমালোচনা করেছেন জিওফ বয়কট। তাঁর তির শট বাছাই ও ব্যাটিংয়ে উন্নতির অভাবের দিকে। তিনি একহাত নিয়েছেন জ্যাক ক্রলিকে। বলেন ক্রলিকে বাদ দেওয়ার সময় এসেছে। ঋষভ পন্থের উইকেট ছুঁড়ে দেওয়া দেখে সুনীল গাভাসকর যেভাবে স্টুপিড-স্টুপিড-স্টুপিড বলেছিলেন, বয়কট সেই রাস্তায় যাননি। কিন্তু নিজের কলাম-এ ইংল্যান্ড ব্যাটারদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন, আক্রমণাত্মক হতে গিয়ে উইকেট দেওয়া বন্ধ কর। কারণ, তোমরা এর থেকে অনেক ভাল খেলার ক্ষমতা রাখো। প্রাক্তন ওপেনার বলেছেন যে, কোচ ম্যাকালাম বাজবলের পরিমার্জন চান। সুতরাং ইংল্যান্ড প্লেয়ারদের কোনও অজুহাত আর চলবে না।

বয়কট অতঃপর সরাসরি ক্রলিকে নিয়ে পড়েন। যাঁর হালফিলের অফ-ফর্ম নিয়ে প্রচুর চর্চা হচ্ছে। বয়কট লিখেছেন, ক্রলি আর কত সুযোগ পাবে? ৫৭টি টেস্ট খেলে কিছু শেখেনি। প্রথম ইনিংসে ফ্রন্ট ফুট ড্রাইভ মারতে গিয়ে কট বিহাইন্ড হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় গালিতে ধরা পড়েছে। আউটগুলো দেখে মনে হচ্ছে রিপ্লে। কিন্তু এবার ওর যাওয়ার সময় হয়েছে। পাঁচটি সেঞ্চুরি ও ৩১ রান গড় যথেষ্ট নয়। বয়কটের তীক্ষ্ণনজর থেকে ছাড়া পাননি অলি পোপও। তিনি লিখেছেন, পোপের সমস্যা হল শট খেলা নিয়ে তাড়াহুড়ো করে। ওকে দেখে মনে হয় পকেটে একশো নিয়ে খেলছে।

বয়কট কিন্তু পোপকে বাদ দিয়ে জ্যাক বেথেলকে নেওয়ার পক্ষপাতী নন। তিনি লিখেছেন, কল্পনা করতে পারছেন সামনের অ্যাসেজ নিয়ে অস্ট্রেলীয়রা কী ভাবছে? স্টার্ক যদি উইকেট নাও পায়, হ্যাজলউড আর কামিন্স আছে। স্লো ওভার রেটের জন্য টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে দুই পয়েন্ট কাটা গেল ইংল্যান্ডের। ম্যাচ ফি-রও ১০ শতাংশ জরিমানা হয়েছে। তবে মাইকেল ভন আইসিসির এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, লর্ডসে দুটো দলেরই স্লো ওভার রেট ছিল। তাহলে শুধু একা ইংল্যান্ডকে শাস্তি কেন?